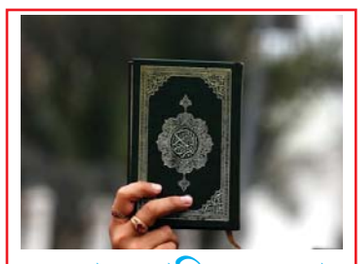

অবশেষে পবিত্র কুরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিল ডেনমার্ক

সারে-জমিন

অসুস্থ বৃদ্ধাকে হাসপাতালে পৌঁছলেন মহকুমা শাসক

রূপসী বাংলা

ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের সম্মুখীন

সম্পাদকীয়

ইনসান উল কামিল মওলানা আকরম খাঁ

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১০ ডিসেম্বর, ২০২৩
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

টেস্ট ইতিহাসে প্রথম 'টাই' ম্যাচের নায়ক জো সলোমনের মৃত্যু

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 332 ■ Daily APONZONE ■ 10 December 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কর্নাটকের ঢঙে তেলেঙ্গানায় মেয়েদের বাস ভ্রমণ বিনামূল্যে

আপনজন ডেস্ক: তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি শনিবার সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কর্তৃক জনগণকে দেওয়া ছয়টি গ্যারান্টির মধ্যে দুটি বাস্তবায়নের সূচনা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টিএসআরটিসি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ভ্রমণ এবং রাজীব আরোগ্যশ্রী প্রকল্পের আওতায় কভারেজ বর্তমান ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মহিলা মন্ত্রী সীতাক্কা এবং কোন্ডা সুরেখা বিধানসভা প্রাঙ্গণে পুরো মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেস বিধায়কদের উপস্থিতিতে বাসটির উদ্বোধন করেন। মুখ্য সচিব শান্তি কুমারী এবং বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিনও উপস্থিত ছিলেন। নিখাত জারিনের অলিম্পি প্রস্তুতির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি বিক্রমারকা, প্রোটেম স্পিকার আকবরুদ্দিন ওয়েইসি এবং মন্ত্রীরা টিএসআরটিসির শূন্য টিকিট এবং রাজীব আরোগ্যশ্রী প্রকল্পের নতুন লোগো এবং পোস্টার উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেবন্ত রেড্ডি বলেন, কংগ্রেস সরকার সোনিয়া গান্ধীর জন্মদিনে ছয়টি গ্যারান্টির মধ্যে দুটি বাস্তবায়ন করছে। তিনি সোনিয়া গান্ধীকে তেলেঙ্গানার মা বলে বর্ণনা করেন।

বাংলার বকেয়া আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিঠি লিখলেন মমতা

সাদ্দাম হোসেন ● আলিপুরদুয়ার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন উত্তবঙ্গ সফরে পাহাড়ে অবস্থান করছেন। শনিবার জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে নয়াদিল্লিতে ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও তারিখে রাজ্যের কেন্দ্রীয় পাওনা নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি আমার কয়েকজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বকেয়া পরিশোধ করছে না, বিশেষ করে ১০০ দিনের কাজের জন্য।

মমতা হুঁশিয়ারি দেন, প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের সময় না দেন, আমি দেখব আমি কী করতে পারি।

মমতা আরও জানান, তিনি ১৭ ডিসেম্বর নয়া দিল্লি যাবেন, ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে থাকবেন এবং সেখানে বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'-র বৈঠকেও যোগ দেবেন।

তিনি বলেন, আমি এ মাসের ১৮, ১৯ বা ২০ তারিখের যেকোনো একটি দিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছি।

তিনি কেন্দ্রে কাছে বকেয়া নিয়ে বলেন, এমজিএনআরইজিএ-র মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় রাজ্য যে তহবিল পাওয়ার যোগ্য, তার অনেকগুলোই আসছে না। কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যকে তার আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।এমনকি তারা স্বাস্থ্য বিভাগকে আমাদের অংশের তহবিল দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও তারা আমাদের বেতন দেয় না, আমরা কোনও প্রকল্প বন্ধ করিনি। কেন্দ্র জিএসটি নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের অংশ আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে না।

মমতার অভিযোগ, কেন্দ্র বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য তহবিলের ভাগ বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও রাজ্য এখনও নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত মার্চে রেড রোডে বি আর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে রাতভর বসেছিলেন মমতা। তার ভাইপো তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংসদ ও মন্ত্রীদের নিয়ে গত ২ ও ৩ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ দেখান। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে রাজভবনের সামনে, বিশেষ করে একশো দিনের কাজে বকেয়া এমজিএনআরইজিএস তহবিলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

একশো দিনের কাজে ২.৯৬ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড উত্তরপ্রদেশে

আপনজন ডেস্ক: ২০২২-২৩ সালে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় ৭.৪৩ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে, যার মধ্যে ২.৯৬ লক্ষ উত্তরপ্রদেশে।

এই সপ্তাহে এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি ভুয়ো জব কার্ড রে তথ্য শেয়ার করেছেন।

তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ সালে ৭,৪৩,৪৫৭টি এবং ২০২১-২২ সালে ৩,০৬,৯৪৪টি ভুয়া জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে।

জব কার্ড জাল হওয়ার কারণে উত্তর প্রদেশসবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুছে ফেলার জন্য দায়ী।

২০২১-২৩ সালে উত্তরপ্রদেশে ৬৭,৯৩৭টি ভুয়ো জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৯৬,৪৬৪টি।

২০২২-২৩ সালে ১,১৪,৩৩৩ টি এবং ২০২১-২২ সালে ৫০,৮১৭ টি জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে গত অর্থবছরে ২৭,৮৫৯টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৫,২০৯টি ভুয়ো জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে। বিহারের অনুরূপ পরিসংখ্যান ছিল ৮০,২০৩ এবং ২৭,০৬২।

ঝাড়খণ্ডে ২০২২-২৩ সালে ৭০,৬৭৩ টি এবং তার আগের বছর ২৩,৫২৮ টি জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছিল।

অন্ধ্রপ্রদেশে ২০২১-২২ সালে যেখানে জাল জব কার্ডের সংখ্যা ছিল ১,৮৩৩, সেখানে গত অর্থবছরে তা বহুগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬,৬৬২।

রাজস্থানে ২০২২-২৩ সালে ৪৫,৬৪৬ টি এবং ২০২১-২২ সালে ১৪,৭৮২ টি ভুয়া জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে দুর্নীতির অভিযোগে গত দু'বছর ধরে এমজিএনআরইজিএ পেমেন্ট বকেয়া রয়েছে, সেখানে ২০২২-২৩ সালে ৫,২৬৩ টি জব কার্ড এবং ২০২১-২২ সালে ৩৮৮ টি জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে। জ্যোতি বলেন, জব কার্ড মুছে ফেলা এবং আপডেট করা একটি "চলমান প্রক্রিয়া" এবং আইনের ২৫ ধারা অনুসারে, যে কেউ এর বিধান লঙ্ঘন করবে তাকে দোষী সাব্যস্ত হলে ১,০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ভুয়ো জব কার্ড ইস্যু রোধকরতে সুবিধাভোগীদের ডাটাবেসের ডি-ডুপ্লিকেশনের জন্য আধার সিডিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদিকে, ২০২২-২৩ সালে ৬,৪৭,৮৩৪৫ টি নতুন জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছে বলে লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন জ্যোতি। ২০২১-২২ সালে ১,২০,৬৩,৯৬৭ টি নতুন জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল, যেখানে ২০২০-২১ সালে কোভিড-১৯ জনিত লকডাউনের বছরে ১,৯১,০৫,৩৬৯ টি নতুন জব কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। বর্ষা কালীন অধিবেশনে লোকসভায় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের দেওয়া উত্তর অনুযায়ী, ২০২২-২৩ সালে ৫.১৮ কোটিরও বেশি শ্রমিকের জব কার্ড মুছে ফেলা হয়েছে, যা ২০২১-২২ সালের তুলনায় ২৪৭.০৬ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন কারণে চাকরির যত্ন মুছে ফেলা হয়, যার মধ্যে রয়েছে নকল বা নকল হওয়া এবং যখন কোনও সুবিধাভোগী কোনও পঞ্চায়েত এলাকা ছেড়ে চলে যায় বা মারা যায়।

দলবিরোধী কাজের অভিযোগে দানিশ আলিকে সাসপেন্ড করল মায়াবতীর দল

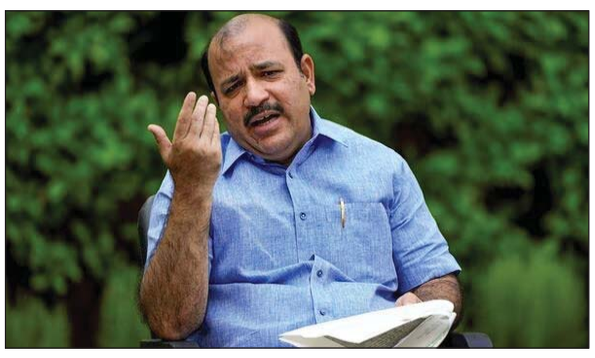

আপনজন ডেস্ক: মায়াবতীর নেতৃত্বাধীন দল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) শনিবার লোকসভার সাংসদ দানিশ আলিকে সাসপেন্ড করেছে। কয়েক মাস আগে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুড়ি সংসদের অভ্যন্তরে একটি অধিবেশনে দানিশ আলির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। এক বিবৃতিতে। বিএসপি দাবি করেছে, দানিশ আলিকে "দলবিরোধী" কার্যকলাপে জড়িত থাকার জন্য আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আগেই আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। আপনার কাছে এটি পরিষ্কার করাও বাধ্যতামূলক ... আপনি ২০১৮ সালে কর্ণাটকে দেবগৌড়ার অধীনে জনতা পার্টিতে কাজ করছিলেন... সেই সময় বিএসপি এবং দেবগৌড়ার জনতা পার্টি একসঙ্গে নির্বাচনে লড়ছিল এবং আপনি দলের জন্য কাজ করবেন এমন শর্তে আপনাকে আমরোহা থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। বিএসপি থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর দলের সাংসদ দানিশ আলি শনিবার বলেন, তিনি কখনও কোনও ধরনের দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হননি, কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের "জনবিরোধী" নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি বলেন, দলের সুপ্রিমো মায়াবতীর তাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত 'দুর্ভাগ্যজনক'। আলি বলেন, যদি মহুয়াকে সমরাথন করা অপরাধ হয়, তবে তিনি এই অপরাধ করেছেন এবং এর জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। আমি আমরোহার জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি সবসময় তাদের সেবায় থাকব। আমি লড়াই করব এবং আমার মতাদর্শ ও নীতির সঙ্গে আপস করব না। আমি অবশ্যই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করেছি এবং চালিয়ে যাব। কিছু ক্রোনি-ক্যাপিটালিস্টদের লুটপাটের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলেছি এবং তা অব্যাহত রাখব। কারণ এটাই সত্যিকারের জনসেবা উল্লেখ্য,'অনৈতিক আচরণের' জন্য তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সরকারের প্রস্তাবের প্রতিবাদে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করার একদিন পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল।

জ্ঞানবাপি মসজিদ নিয়ে রায় সংরক্ষিত রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপি মসজিদের জায়গায় একটি মন্দির "পুনরুদ্ধার" করার জন্য দায়ের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা একটি পিটিশনে শুক্রবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার রায় সংরক্ষিত রেখেছে।

বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পরে রায় সংরক্ষণ করেন। মামলার ভবিষ্যত তারিখ আদালত নির্ধারণ করবে। বারাণসীর আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি এবং উত্তর প্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড বারাণসী জেলা আদালতে ১৯৯১ সালে দায়ের করা মূল মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মামলাটি বর্তমানে জ্ঞানবাপি মসজিদের জায়গায় একটি প্রাচীন মন্দির পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছে। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে মসজিদটি মন্দিরের একটি অংশ ছিল। গত ২৮ আগস্ট তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রীতিঙ্কর দিবাকর মামলাটি বিচারপতি প্রকাশ পাদিয়ার কাছ থেকে নিজের কাছে হস্তান্তর করে বলেছিলেন, "একক বিচারক দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মামলাগুলির শুনানি চালিয়ে গেছেন, যদিও রোস্টার অনুসারে এই বিষয়ে তাঁর কোনও এখতিয়ার নেই"।

বিচারপতি দিবাকর ২২ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করেন এবং অবসর গ্রহণের পরে মামলাটি বিচারপতি আগরওয়ালের কাছে তালিকাভুক্ত করা হয়।

আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির আইনজীবী এসএফএ নাকভি বলেন, বারাণসী আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এএসআই জ্ঞানবাপি মসজিদের বিস্তৃত জরিপ করেছে। ২০২১ সালের ৮ এপ্রিল এই আদেশ জারি করা হয়।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

বালুরঘাট আদালতে লোক আদালত

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট
আপনজন: জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য লোক আদালত অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে উদ্যোগী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষে তরফে জেলা আদালত চত্বরে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবনে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ টি কোর্টের মামলা ও ব্যাঙ্ক রিকভারির ২২০০ টি আবেদন জমা পড়েছিল জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে। এরমধ্যে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তৎক্ষণাতই বেশ কিছু মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।এদিনের এই লোক আদালতে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট জেলা আদালতের বিচারক শুভায়ু ব্যানার্জি, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি ইনচার্জ কনিকা রায় সহ আরো অনেকে।

লোক আদালতে একদিনে মিটল ৩৬৮৪ মামলা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: শনিবার সারা দেশের সঙ্গে বীরভূমের বোলপুর, সিউড়ী, রামপুরহাট আদালতে বসে লোক আদালত। এদিন ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ক্রেতা সুরক্ষা, পুলিশ কেস সহ একাধিক মামলার নিষ্পত্তি হলো লোক আদালতে। বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি সূত্রে জানা গেছে এদির জেলার তিনটি আদালতে ২২ টি বেঞ্চ বসে। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৬৮৪ টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ সহ অনান্য মামলার নিষ্পত্তি করে এদিন ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৫১ টাকা রিকভারি হয়। বীরভূম জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের সচিব বিচারক সুপর্ণা রায় জেলা আদালতের লোক আদালত পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিটি বেঞ্চ ঘুড়ে ঘুড়ে দেখেন কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা। বোলপুর আদালতের আইনী পরিষেবা কমিটির চেয়ারম্যান তথা অতিরিক্ত জেলা জজ উমেশ সিং নিজেও উপস্থিত ছিলেন লোক আদালতের বেঞ্চে। পার্শ্ব আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ জানান, প্রতি তিনমাস অন্তর লোক আদালত বসে। যেখানে প্রচুর মামলার নিষ্পত্তি হয়।

পথশ্রী-র রাস্তা তৈরি হতে না হতেই উঠে যাচ্ছে পিচের আস্তরণ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া
আপনজন: পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হওয়া রাস্তার ১৫ দিনের মধ্যেই আঙ্গুলের টানেই উঠছে পিচ, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের ।
সবেমাত্র তৈরি হয়েছে পাঠাচ্ছি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরী হয়েছে পিচ রাস্তা। সেই রাস্তায় বর্তমানে হাতের আঙ্গুলের টানে চাঙড় চাঙ্গড় পিচ উঠে আসছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে গ্রামবাসীরা। পথশ্রী প্রকল্প কে কটাক্ষ পকেটশ্রী প্রকল্প বলে গ্রামবাসীরা। এই চিত্র বাঁকুড়ার সিমলাপালের মাচাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের শুশুনিয়া মোড় থেকে কাসাচরা পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পিচ রাস্তার। প্রশ্ন উঠছে ঠিকাদারি সংস্থা ও একশ্রেণির আধিকারিকদের যোগসাজসে এই রাস্তার নিম্নমানের কাজ হয়েছে। রাস্তা পুনরায় নতুন করে করা হোক দাবী এলাকার মানুষদের। গ্রামবাসীরা আরো অভিযোগ করছেন রাস্তা তৈরীর সময়ই তারা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছিল বুঝতে পেরেই বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাতে কোনো কর্নপাত করেনি ঠিকাদার সংস্থা বা আধিকারিকরা। তবে কোটি কোটি টাকা দিয়ে রাস্তা নির্মাণের নামে নিম্নমানের রাস্তা করে তাদের পকেট ভরছে তারা।
এই বিষয়ে বিরোধী দলের নেতা আলোক মহান্তি অভিযোগ করেন, শাসক দলের নেতারা কাটমানি খাওয়া অবশিষ্ট টাকায় রাস্তাগুলির তৈরীর জন্য অবস্থা এমন হচ্ছে রাস্তা গুলির।অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সিংহ মহাপাত্র জানান, বিষয়টি নিয়ে তার জানা নেই খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি, যদি সত্যই নিম্নমানের হয়ে থাকে রাস্তা তাহলে ঐ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে।

রায়দিঘি কলেজে গবেষণাগারের সূচনা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রায়দিঘি
আপনজন: গত শুক্রবার দুপুরে গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার উদ্বোধন হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়দিঘী কলেজে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ। মহাবিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ ভবনের পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী টি।গবেষণাগার ও সংগ্রহশালা উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন এক কর্মশালা আয়োজন করে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। 'প্রিজার্ভিং দ্য হেরিটেজ অব সুন্দরবন' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন পড়ুয়ারা। 'সেন্টার ফর সুন্দরবন রিসার্চ অ্যান্ড মিউজিয়াম' নামের গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শশবিন্দু জানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট'-এর কিউরেটর ডক্টর দীপক কুমার বড়পোন্ডা, মিউজোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সানজিৎ জোতদার প্রমুখ। ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক জাহান আলি পুরকাইত তার বক্তব্যে গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বর্ণনা করেন এবং সুন্দরবনের সমাজ ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে গবেষণাগার ও সংগ্রহশালার উন্নয়নে এলাকার মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
অন্যান্যদের মধ্যে এদিন বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরিণ মান মূল্যায়ন কমিটির কো অর্ডিনেটর ডক্টর শিশির চ্যাটার্জি, যুগ্ম কো অর্ডিনেটর ডক্টর অরুনিমা বিশ্বাস, শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ডক্টর সুধীর সিনহা, ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক সনত কুমার পুরকাইত প্রমুখ।

অসুস্থ বৃদ্ধাকে কোলে করে হাসপাতালে পৌঁছলেন মানবিক মহকুমা শাসক

আনোয়ার আলি ● মেমারি
আপনজন: মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে শনিবার সরকারি পরিদর্শনে এসেছিলেন বর্ধমান সদর দক্ষিণের মহকুমাশাসক কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল। হাসপাতালে ঢোকার সময়ই লক্ষ্য করেন একজন বৃদ্ধাকে নিয়ে একজন খুব কষ্টকরে আউটডোরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধার দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু নেই। মহকুমাশাসক গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। নেমেই সেই বৃদ্ধাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা আউটডোরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে ছুটে আসেন মেমারি-১ ব্লকের বিডিও শতরূপা দাসও।
জানা যায় রসুলপুরের নতুনরাস্তার বাসিন্দা অমিয়া সরকার (৭৫) কে নিয়ে তাঁর নাতবৌ নিপা সরকার আজ সকালে এসেছিলেন।
নিপা জানান, তিনি একা থাকায় একজন টোটোচালক বৃদ্ধাকে কোনোরকমে নিয়ে যাবার চেষ্টা

করেন। মহকুমাশাসক নিজে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে কোলে করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। বৃদ্ধার আগে দুতিনবার হার্ট এট্যাক হওয়ার কারণে হার্টের সমস্যা ছিলো, সেটাই দেখাতে এসেছিলেন। মহকুমাশাসক এটা দেখানোর পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাগুলোও দেখানোর ব্যবস্থা করে দেন।
টোটোচালক শ্যামল বলেন, আমি ওই ঠাকুমাকে নিয়ে আউটডোরে যাচ্ছিলাম। ঠাকুমার দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকায় কিছুতেই নিয়ে যেতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি একজন গাড়ি থেকে নেমে এসে আমাকে সাহায্য করলেন। পরে জানতে পারলাম উনি এসডিও। এমন মানুষ আজও আছে। কতবড় অফিসার হয়েও একজন রুগীকে নিজে কোলে করে নিয়ে গেলেল। ভাবতেই পারছি না। উনি একটা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করে দেন। এতে অনেক সুবিধা হলো।
বর্ধমান জেলা মহকুমাশাসক কৃষ্ণেন্দুবাবু জানালেন, এমন কিছু করিনি। আমি বিডিও ম্যাডাম আজ একটা নরম্যাল ভিজিটে মেমারি হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা। নিজে নেমে ওনাকে সাহায্য করলাম। আর বৃদ্ধার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম।
হাসপাতালে চিকিৎসক সহ অন্যান্য কর্মীরাও সাহায্য করেন।

বেআইনি পার্কিং রুখতে বিশেষ অ্যাপ চালু করল কলকাতা পুরসভা

সুব্রত রায় ● কলকাতা
আপনজন: শহরে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করতে অ্যাপ চালু করল কলকাতা পুরসভা। এই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কলকাতা পুলিশকে।চাকরিপ্রার্থীদের ১০০০ দিন পূর্ণ হল এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়রের মন্তব্য,
এটা আমার বিষয় নয়। আমার বিভাগ নয়। এটা নিয়ে যা বলার ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রী উনি বলবেন। আই সি সি ইউ তে কেন্দ্রীয় জওয়ান। এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,এটাও আমার বিষয় নয়। এটা স্বাস্থ্য দপ্তর জানাবে। আমি বিষয়টা জানিনা।দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। এটা কাম্য নয়। তারা সরকারি আধিকারিক। তাদের নিরপেক্ষভাবে আসা উচিত।
আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখছি উত্তরপ্রদেশে অনেক বেশি দুর্নীতি হয়েছে জব কার্ড নিয়ে । সেখানে কি অ্যাকশন নেওয়া হল? কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত রাজ্যকে সমানভাবে দেখা উচিত।যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেইটুকু এলাকায় বন্ধ করা উচিত। সবার বন্ধ করা উচিত নয়।ফিরহাদ হাকিম আরোও বলেন,পার্কিং নিয়ে অ্যাপ আজ থেকে চালু হচ্ছে। অবৈধ পার্কিং

করলেই সেই নম্বর এই অ্যাপের মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের কাছে চলে যাবে। কলকাতা পুলিশ প্রসিডিং স্টার্ট করবে। ইল্লিগাল পার্কিং অ্যাপ। এর সঙ্গে পরিবহন ও কলকাতা পুলিশ এর যোগ থাকবে। এর ডিমান্ডটা কলকাতা পুরসভা পাবে। হকার প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,বর্ষায় অনেকে প্লাস্টিক লাগিয়েছিল ।সেই প্লাস্টিক এখনো খোলেনি। এটাকে আমরা সিরিয়াসলি দেখব। পুলিশের সাহায্য নিয়ে প্লাস্টিক গুলোকে খুলতে হবে। গড়িয়াহাট সহ বেশ কিছু জায়গাতে ,পুরসভা হকার তুলে দেওয়ার পরও আবার নতুন করে বসছে। এক্ষেত্রে পুলিশকে দেখতে হবে। কমিশনারকে চিঠি দিতে নির্দেশ মেয়রের। জলের মিটার বসবে সারা কলকাতা জুড়ে। ওয়েস্টেজ হচ্ছে। বলে আমরা সব জায়গায় জল দিতে পারছি না। এটা অবজারভেশনের জন্য এর ফলে আমরা আরও বেশি জল দিতে পারব। দেড়শ লিটার প্রতি মানুষ প্রতিদিন এটা চাহিদা। প্রচুর জল নষ্ট হয় বিভিন্নভাবে। মনিটরিং করার জন্যই এটা করা হবে পাটুলি ও কাশিপুরে ইতিমধ্যেই হয়েছে। মিটার চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং তার ডিজাইন চেঞ্জ করা হবে। সারা কলকাতায় গোবড়া রাস্তা হসপিটালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে ১৫তারিখের পর থেকে রাস্তা তৈরি করা হবে। কিছুদিন বসতে সময় দিতে হয়।বউ বাজারে বাড়ি তৈরি করতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু যে বেনি ফিসিয়ারি তাদের নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে তারা রাজি থাকলে পুরসভার কোন বাধা নেই বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম।

বাড়িতে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া
আপনজন: নদীয়া বাড়িতে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সুটআউট তাহেরপুর থানার বাদকুল্লায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।নিহতের স্ত্রী মুনমুন ভৌমিকের জানান, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ ৩ থেকে ৪ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতীদল বাড়িতে হানা দেয়। দুষ্কৃতিকারীরা প্রথমে রাজা ভৌমিকের নাম ধরে ডাকে। তারপর স্ত্রী গ্রিল খুলতেই মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে জোর জবরদস্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘরে ঢুকেই প্রথমে নীচতলায় স্ত্রীকে মারধর করে। মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে চুলের মুঠি ধরে মারধর করে গিয়ে সোনার গয়না-নগদ লুঠ।তারপর দোতলায় হানা। একইসঙ্গে আলমারিতে রাখা নগদ এবং সোনাদানাও নিয়ে নেয়। আমার স্বামীকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিড ডে মিলের চাল পুড়িয়ে নষ্ট করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া
আপনজন: মিড ডে মিলের চাল এবার পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলার অভিযোগ উঠল। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বিরুদ্ধে ওই চাল পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, স্কুলের পাশের একটি পুকুরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি চালের বস্তায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে চাল নষ্ট করে ফেলা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। স্কুলের বক্তব্য, পুরনো কিছু চালের বস্তার চালে পোকা ধরেছিল। কিছু চাল খারাপ অবস্থায় কালো হয়ে গিয়েছিল। তাই নতুন চালের বস্তা এসে যাওয়ায় পুরনো কিছু খারাপ চাল ফেলে দেওয়া হয়। এদিকে, এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষ।

২৬ তম শহীদ দিবস পালন করল তৃণমূল

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া
আপনজন: তৃণমূলের প্রথম শহীদ প্রধান সিং মুড়ার ২৬ তম শহীদ দিবস পালিত হলো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ৯ ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে বাম আমলে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি এলাকার শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয় বাঘমুণ্ডির তনতন গ্রামের প্রধান সিং মুড়াকে। শনিবার সেই দিন যেদিন তৃণমূলের প্রধান সিং মুড়া নামের কর্মী শহীদ হন। প্রতিবছর বাঘমুণ্ডিতে ৯ ই ডিসেম্বর দিনটি প্রধান সিং মুড়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই অন্যান্য বছরের মতো এবারেও দিনটি বেশ শ্রদ্ধার সাথে প্রধান সিং মুড়ার শহীদ দিবস পালন করলো বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। মূল অনুষ্ঠানে ছিলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, সহকারী সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঘমুণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হংসেশ্বর মাহাতো, আইএনটিটিইউসি র জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি মেঘদূত মাহাতো, জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী সুমিতা সিং মল্ল, জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি সুযেন মাঝি সহ শহীদ পরিবারের সদস্য ও দলের অন্যান্যরা।

'আইএনটিটিইউসি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ
আপনজন: বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা 'আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে উদযাপিত হলো আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠাদিবস। জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে দিনটিকে উদযাপন করা হয় একাধিক সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে। জানা গিয়েছে ১৯৯৮ সালে ৯ ডিসেম্বর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে আইএনটিটিইউসির যাত্রা শুরু। সেদিন থেকেই শ্রমিকদের স্বার্থে লড়ছে সংগঠনটি ।
সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ দিন মিনি ট্রাক ইউনিয়নের এক শ্রমিকের ক্যান্সার আক্রান্ত মেয়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং ক্যান্সার আক্রান্ত বনগাঁ-পেট্রাপোল সীমান্ত অটো চালকের পরিবারের হাতে চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার টাকা তুলে দেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। পাশাপাশি বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি থাকা প্রায় চারশো রোগীর হাতে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফলের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলার পাওনা টাকার দাবিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির কার্যালয় থেকে বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক পর্যন্ত মিছিল করেন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মীরা। এসময় তাঁরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যন্ত্রোগান দিতে থাকেন। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'আজ বিশেষত তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।'

মানুষের পরিষেবায় একগুচ্ছ কর্মসূচি দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত
আপনজন: মফস্বলের মানুষের পরিষেবা পৌঁছে দিতে গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোতে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত -২ নম্বর ব্লকের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রামসভায় একগুচ্ছ কর্মসূচি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। নবনির্বাচিত প্রধান মহম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে এলাকার আপামর মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জানান এই পঞ্চায়েত বোর্ড এলাকার সার্বিক উন্নয়নে মানুষের জন্য কাজ করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মানুষের উন্নয়নই শেষ কথা। উপপ্রধান মহম্মদ আব্দুল হাই বলেন, উন্নয়নের নিরিখে দাদপুর অঞ্চলকে শ্রেষ্ঠ করাই হল তাঁদের মূল লক্ষ্য। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের পরিষেবাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত সমাধান করা। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন,রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যের প্রতিটি স্তরে উন্নয়নের ছোঁয়া প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই ধারা বজায় রেখে দাদপুর অঞ্চল সঙ্গবদ্ধভাবে যে কাজ করছে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, মানুষের পরিষেবায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে কর্মক্রিয়া রূপায়ণ করে চলেছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি,সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ,আসের আলী মল্লিক, ইফতেখার উদ্দিন,মান্নান আলী, গোলাবাড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখ সফি আলম প্রমুখ।

রোকেয়া স্মরণ বাইশি হাই মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর
আপনজন: শনিবার মহীয়সী রোকিয়ার জন্মদিবস উদযাপন ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে একগুচ্ছ সচেতনতা মূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচক থানার দারিয়াপুর বাইশি হাই মাদ্রাসায়। এদিন হাই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে রোকিয়ার জন্মদিন পালন ও একগুচ্ছ কর্মসূচি নেওয়া হয়। নারী শিক্ষার অবদান তুলে ধরেন মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা।
এছাড়াও কালিয়াচক থানার পুলিশের উদ্যোগে ও মাদ্রাসার সহযোগিতায় পড়ুয়াদের সচেতনতামূলক শিবির করা হয়। সেখানে বাল্যবিবাহরোধ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নেশামুক্ত সমাজ, পাচার -সহ একগুচ্ছ বিষয় রোকেয়া সভা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষানুরাগী ছাড়াও ছিলেন কালিয়াচক থানার পুলিশ অধিকারিকরা। নারী সমাজে

শিক্ষার অধিকার-সহ বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়। পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার রয়েছে। বাল্যবিবাহ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, নারী পাচার ও শিশু পাচার, শিশুশ্রম সহ একাধিক বিষয় নিয়ে এই সচেতনামূলক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন কালিয়াচক থানার মহিলা পুলিশ অফিসার মৌসুমী রায় মল্লিক, কালিয়াচক থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর বিপ্লব সাহা, মাদ্রাসার বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রমুখ। মাদ্রাসার সহ শিক্ষক সামিম আক্তার জানান, 'বেগম রোকেয়ার জন্মদিবস পালন উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করি। জন্মদিবস উদযাপনের পর পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে পৃথক একটি সামাজিক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাবধানে চালাও জীবন বাঁচাও সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

রোকেয়া স্মরণ দানবীরে

আপনজন: হাওড়ার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বাড়গড়চুমুক দানবীর অ্যাকাডেমি নিজস্ব ক্যাম্পাসে আবাসিক ছাত্রদের সামনে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবন আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন দানবীর অ্যাকাডেমির সম্পাদক সেখ যোবায়ের হোসেন (শিমুল)।

প্রথম নজর

গাজা যুদ্ধে হাত-পা হারিয়েছেন ৩০০০ ইসরায়েলি সেনা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও দখলদার ইসরায়েলের মধ্যে গত ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর গত ২৮ অক্টোবর থেকে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। স্থল অভিযানে অংশ নিতে সেদিন রাতে গাজায় প্রবেশ করেন হাজার হাজার ইসরায়েলি সেনা। যারা পরবর্তীতে হামাসের তুমুল প্রতিরোধের মুখে পড়েন।

শনিবার (৯ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ডেইলি ইয়েদিয়োত আহরোনোত জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৫ হাজার ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন। যার মধ্যে দুই হাজারেরও বেশি জনকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিকলাঙ্গ' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সংবাদমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, যারা আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৫৮ শতাংশই (তিন হাজার সেনা) হাত-পায়ে গুরুতর জখম হয়েছেন। এতে অনেকের হাত-পা পুরোপুরি কেটে ফেলতে হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমটিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিহ্যাবিলেশন বিভাগের প্রধান লিমোর লুরিয়া বলেছেন, 'আমরা আগে কখনো এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়িনি। আমাদের এখানে যারা আহত হয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে ৫৮ শতাংশের হাত ও পা গুরুতর জখম হয়েছে।' তিনি আরো বলেছেন, 'আহতদের মধ্যে ১২ শতাংশের প্লীহা, কিডনি ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৭ শতাংশ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। আমরা জানি এ সংখ্যা সামনে আরো বাড়বে।' ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবর থেকে তাদের ৪২০ সেনা নিহত হয়েছে।

নিহতের সংখ্যা প্রকাশ করলেও আহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি তারা। ডেইলি ইয়েদিয়োত আহরোনোতের প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি সেনারা কতটা হতাহতের শিকার হচ্ছে।

অপরদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে জানায়, যুদ্ধে হামাসের প্রায় ৫ হাজার যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। সশস্ত্র এ গোষ্ঠীর সবমিলিয়ে ৩০ হাজার যোদ্ধা রয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি কবি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনের তরুণ প্রজন্মের কবি রেফাত আলারির নিহত হয়েছেন। তিনি গাজার বাসিন্দাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে ইংরেজিতে লিখতেন। শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

নিহত রেফাত আলারিরের বন্ধু আহমেদ আলনাউক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (টুইটার)-এর এক বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন লেখেন, 'রেফাতের হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক, বেদনাদায়ক এবং আক্রোশজনক।

এটি একটি বিশাল ক্ষতি।' গাজার কবি ও নিহত রেফাতের আরেক বন্ধু মোসাব আবু তোহা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। কয়েক মিনিট আগে আমার বন্ধু এবং সহকর্মী রেফাত আলারিরকে পরিবারসহ হত্যা করা হয়েছে।'

হামাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাজা উপত্যকার উত্তরে ইসরায়েল আরও হামলা চালিয়েছে। অক্টোবরে শুরু হওয়া যুদ্ধের কয়েকদিন পর আলারির ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল উত্তর গাজা ছেড়ে যাবেন না। আর সেখানেই এই কবি পরিবারসহ নিহত হলেন।

অবশেষে পবিত্র কুরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করে দিল ডেনমার্ক

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কুরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করতে আইন পাশ করেছে ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক। ওই আইনে ডেনমার্কের পার্লামেন্ট ধর্মীয় গ্রন্থের প্রতি 'অনুপযুক্ত আচরণ' নিষিদ্ধ করেছে।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানোর মতো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার এই আইনের পক্ষে ডেনমার্কের পার্লামেন্টে ভোট পড়ে ৯৪টি। আর বিপক্ষে ভোট পড়ে ৭৭টি। আর এতেই আইনটি পাস হয় এবং এই আইনের অধীনে অপরাধীদের এখন জরিমানা বা দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

বিবিসি বলছে, ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন পোড়ানোর একের পর এক ঘটনার পর ডেনমার্কে এ আইন পাস করা হলো। মূলত একের পর এক কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় বিশ্বজুড়ে মুসলিম দেশগুলোতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

ডেনমার্ক এবং প্রতিবেশী সুইডেনে সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কিত এ ধরনের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। আর এটি ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে নিরাপত্তা উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দেয়। এর আগে গত আগস্টে ডেনমার্কের সরকার জানায়, আগুনে পুড়িয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে কেউ যেন পবিত্র কুরআন অবমাননা না করতে পারেন– সেজন্য একটি আইন প্রস্তাব করতে যাচ্ছে তারা। এরমাধ্যমে কথিত বাকস্বাধীনতার নামে প্রকাশ্যে কেউ কুরআন পোড়াতে পারবে না। মূলত কুরআন অবমাননার জেরে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ডেনমার্কের সম্পর্কের উত্তেজনা দেখা দেয়। সেই উত্তেজনা প্রশমনে এমন উদ্যোগ নেয় দেশটি। আর তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার দেশটিতে পবিত্র কুরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করে আইন পাস হলো।

অবশ্য ডেনমার্ক ছাড়াও ইউরোপের আরেক দেশ সুইডেনেও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অসংখ্যবার কুরআন অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। কেউ কেউ পাতায় আগুন লাগিয়ে অথবা পাতা ছিঁড়ে পবিত্র এ ধর্মগ্রন্থ অবমাননা করেছেন। এসব ঘটনার পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে মুসলিম দেশগুলো।

গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাবসান ও শান্তির ডাক ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধাবসান চেয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। একই সঙ্গে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের ডাক দিয়েছেন।

শুক্রবার পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে নিজ কার্যালয়ে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই আহ্বান জানিয়েছেন ৮৭ বছর বয়সী মাহমুদ আব্বাস।

মাহমুদ আব্বাস বলেন, 'আমি সবসময়ই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষে। আমার প্রস্তাব-একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আহ্বান করে বৈশ্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমের সমন্বয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হোক।'

'তবে সবার আগে প্রয়োজন গাজায় যুদ্ধপরিস্থিতির অবসান ঘটানো। কারণ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় গত দু'মাসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত খুবই বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং গাজার যুদ্ধের আঁচ ব্যাপকভাবে টের পাচ্ছেন পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিরাও। পশ্চিম তীরের শহরে শহরে ইহুদি বসতকারীদের সঙ্গে সংঘাত বাড়ছে ফিলিস্তিনিদের।'

'আমি মনে করি, একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন কেবল গাজার যুদ্ধাবসান কিংবা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব দূর করতেও সহায়ক হবে।'

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজায় ২০০৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত ও পরে হামাসের বৈরীতার শিকার হয়েছে পিএ। কিন্তু উপত্যকার সরকারি প্রশাসনিক ও পরিষেবা কর্মকর্তা-কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতে ব্যয়ের জন্য এখনও প্রতি মাসে ১৪ কোটি ডলার গাজায় পাঠাচ্ছে পিএ। এমনকি গাজার মন্ত্রিসভায় পিএর তিনজন সদস্যও রয়েছেন।

'গাজা আর এখন আগের মতো নেই। সেখানাকার স্কুল, হাসপাতাল, অবকাঠামো, ভবন, পথঘাট, মসজিদ-সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই যুদ্ধ শেষে গাজাকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং সে সময় আমাদের বিপুল পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হবে।'

প্রসঙ্গত, ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার জেরে ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত ১৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

এআই নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের প্রথম আইন প্রণয়নে সম্মত ইইউ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি এবং আইন প্রণেতারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আইন তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক চুক্তিতে একমত হয়েছেন। বিশ্বে এটিই হবে এমন প্রথম আইন। এই যুগান্তকারী চুক্তির লক্ষ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে চ্যাটজিপিটি এবং সরকারের বায়োমেট্রিক নজরদারিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মতো বিষয়ও। অবশ্য এটাই এই আইনের চূড়ান্ত পরিণতি নয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মতে, নতুন চুক্তিটি বিশ্বের প্রথম এআই আইন হিসেবে একটি নজির স্থাপন করেছে। এমন আইন প্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করা অঞ্চলও হতে চায় ইইউ।

ইইউ কমিশনার থিয়েরি ব্রেটন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক! ইইউ প্রথম মহাদেশ হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য সুস্পষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন শুধু একটি নিয়মের সংকলন নয়, বরং এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্টার্টআপ এবং গবেষকদের জন্য বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌড়ে নেতৃত্ব দিতে একটি লঞ্চ প্যাড হিসেবে কাজ করবে।' ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লেয়েন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইনের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'মানুষ ও ব্যবসার নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকারের জন্য এটিই বিশ্বব্যাপী প্রথম।' ইইউ রাষ্ট্রগুলোর একমত হওয়া নিয়ে নিশ্চিতভাবেই উদ্বিগ্ন হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন কম্পানি। এই আইন পাস হলে তা বিশ্বের নানা প্রান্তে এরই মধ্যে এ নিয়ে চিন্তিত অন্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। ২০২১ সালে প্রথম নিয়মের খসড়া তৈরি করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক মান নির্ধারণ করে ইইউ। সর্বশেষ চুক্তিটি হয়েছে প্রায় ২৪ ঘণ্টার বিতর্ক এবং তারপর আরো প্রায় ১৫ ঘণ্টা আলোচনার পর। চেহারা শনাক্তকরণ নজরদারির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ছিল বিতর্কের কেন্দ্রে এবং এ নিয়েই সবচেয়ে জোরালো বিতর্ক হয়েছে। চুক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে এবং তা না করা হলে সাড়ে তিন কোটি ইউরো বা প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক রাজস্বের ৭ শতাংশ জরিমানার মতো গুরুতর দণ্ডের বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্রুতই এই আইন চূড়ান্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। ব্রাসেলস আশা করছে, ২০২৫ সালের মধ্যে আইনটি কার্যকর করা হতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ

ইউরোপের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে এমন এক সময়ে আলোচনা হচ্ছে, যখন ওপেনএআইয়ের মতো কম্পানিগুলো তাদের নানা প্রকল্পের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। গুগলের স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট বৃহস্পতিবার জেমিনি নামের একটি নতুন এআই মডেল প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সুবিধার ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে। অক্টোবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এআই নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। আগস্টে চীনও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ইইউর আলোচনায় এ বিষয়টিও উঠে এসেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত নিয়ম এবং বিধি আরোপ করা হলে জার্মানির আলেফ আলফা বা ফ্রান্সের মিস্ট্রাল এআইয়ে মতো ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে ইইউর বিতর্কেও।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাব। ঢাকা

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে সাধুবাদ ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে আনা প্রস্তাব আটকে দেয়ায় বাইডেন প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছে ইসরায়েল।

শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) ভোটাভুটির পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নেতানিয়াহু প্রশাসন। বাইডেন প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়, অবিচলভাবে তেলআবিবকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। এ জন্য ইসরায়েলের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রকে সাধুবাদ জানায়।

জাতিসংঘে ওঠা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে 'বিকৃত প্রস্তাব' আখ্যা দিয়ে তেলআবিব বলে, এই প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে পুরো বিষয়টিকে ভুল দিকে চালনার চেষ্টা করছে জাতিসংঘ। সেখানে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে সাহসী অবস্থান তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্র। ভবিষ্যতেও মিত্রর কাছ থেকে এই ধরনের সমর্থন প্রত্যাশা করেছে তেলআবিব।

ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির জন্য কংগ্রেসের ওপর বাইডেন প্রশাসনের চাপ

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরায়েলের কাছে গোপনে ৫০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির জন্য কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ইসরায়েলের কাছে ট্যাংকের ৪৫ হাজার গোলা বিক্রি করতে গোপনে মার্কিন আইন প্রণেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গাজায় বেসামরিক মানুষ হতাহতের বিষয়ে বেড়ে চলা উদ্বেগের মধ্যে অস্ত্র বিক্রির এ চুক্তিটি যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ইসরায়েলের ১২০ মিলিমিটার কামানের গোলার ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য আমেরিকা ৫০ কোটি ডলারের এই চুক্তি করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

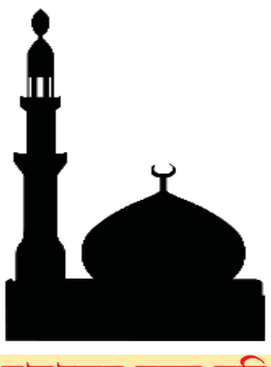

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪০	৬.০৬
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

সাহায্য না পেলে মারা যাবো, আকুতি ওলেনা জেলেনস্কির

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমা মিত্রদের থেকে অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইউক্রেনীয়রা 'মহাবিপদে' পড়বে বলে সতর্ক করেছেন ইউক্রেনের ফার্স্টলেডি ওলেনা জেলেনস্কি। তার মতে, সাহায্য বন্ধ করা মানে ইউক্রেনীয়দের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

গত সপ্তাহে ইউক্রেনের জন্য ছয় হাজার কোটি ডলারের একটি সহায়তা প্রস্তাব আটকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট। বাইডেন প্রশাসন আগেই সতর্ক করেছে, ইউক্রেনের জন্য মার্কিন সহায়তা তহবিল শিগগির ফুরিয়ে আসতে পারে।

তবে সহায়তা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শর্ত বেঁধে দিয়েছেন রিপাবলিকান সিনেটররা।

ইউক্রেনের আর্থিক সহায়তা ছাড়ের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা তহবিলের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে সমঝোতা চান তারা।

বাইডেন বলেছেন, ইউক্রেনের সহায়তা ছাড়ে সম্মত না হওয়া হবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য 'উপহার'। রিপাবলিকানদের উদ্দেশ্যে তিনি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, স্বাধীনতার স্বার্থ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, ইতিহাস তাদের কঠোরভাবে বিচার করবে।

ইউক্রেনের আর্থিক সহায়তা নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে এমন দোলাচলে উদ্বিগ্ন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনিস্কির স্ত্রী ওলেনা।

১৩ দেশের ৩৭ জনের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ১৩টি দেশের মোট ৩৭ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণার ৭৫ বছর পূর্তি সামনে রেখে স্থানীয় সময় শুক্রবার এ ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। এর মধ্যে ২০ জন ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র দফতর ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে এসব ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

জাপানের সৈকতে ভেসে আসছে হাজারো মৃত মাছ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর জাপানের প্রধান দ্বীপের দক্ষিণ হাকোদাতে টোই ফিশিং বন্দরে ভেসে আসছে হাজার হাজার মৃত মাছ। জাপানের সংবাদমাধ্যম দ্য আসাহি শিম্বুনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, তারা এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো দেখেননি।

স্থানীয় কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, কমপক্ষে এক হাজার টন সামুদ্রিক সার্ডিন মাছ এবং কিছু ম্যাকারেল মাছ উপকূলে ভেসে উঠেছে। এর সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। স্থানীয় সময় ৭ ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে। পচনশীল মাছ পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে সামুদ্রিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জেলেদের নিয়ে আজ ৯ ডিসেম্বর থেকে এলাকা পরিষ্কার করা শুরু করবে। শহরের কর্মকর্তারা মানুষকে মরা মাছগুলো না খেতে সতর্ক করেছেন। এছাড়া চাষ করা মাছের খাদ্য বা সার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। তবুও অনেক বাসিন্দা সতর্কতা সত্ত্বেও মরা মাছ বিক্রি বা খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করছে। মাছগুলো পুড়িয়ে ফেলার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

জাপানের হাকোডেট ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ তাকাশি ফুজিওকা বলেন, মাছগুলো মূলত জাপানি সার্ডিন। দৈর্ঘ্যে ১৫ থেকে ২২ সেন্টিমিটার এবং চব ম্যাকেরেল ২৭ থেকে ৩৭ সেন্টিমিটার লম্বা।

হামাসের হাতে আটক সেনাদের মুক্ত করতে গিয়ে ইসরাইলি সেনা হতাহত

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হাতে আটক একজন ইসরায়েলি সেনাকে মুক্ত করার ব্যর্থ অভিযান চালাতে গিয়ে কয়েকজন ইহুদিবাদী সেনা হতাহত হয়েছে। এ সময় দখলদার বাহিনীর বোমাবর্ষণে আটক ইসরায়েলি সেনাও নিহত হয়েছে। হামাসের সামরিক বাহিনী ইজ্জাদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে তাদের হাতে আটক একজন ইসরায়েলি সেনার সন্ধান পায় ইহুদিবাদী সেনারা। ইসরায়েলি সেনাদের একটি কমান্ডো দল তাদের আটক সহকর্মীকে তুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। হামাস যোদ্ধারা এ সময় পাল্টা হামলা চালালে কয়েকজন শত্রু সেনা হতাহত হয়। তারা আটক বন্দিকে উদ্ধার করার চেষ্টা বাদ দিয়ে পালাতে উদ্যত হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, এ সময় যথারীতি ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান হস্তক্ষেপ করে এবং ইহুদিবাদী সেনাদের পালাতে সাহায্য করার জন্য আকাশ থেকে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করে। এই সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে সার বারুচ নামক ২৫ বছর বয়সি ওই ইসরায়েলি বন্দি সেনা নিহত হয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩২ সংখ্যা, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২৫ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল।

গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল—সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কতখানি ব্যত্যয় হইতেছে—ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল—পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র সকল গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।

আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতেই পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কতখানি মূল্যবান—তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

সেমিফাইনালে কংগ্রেস বোল্ড আউট হওয়ায় ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের সম্মুখীন

কত আশা ও কত প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল এক নতুন ভোরের আশায়। কয়েকদিন ধরে চর্চার ঝলকে ছিল পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন।কর্ণাটক জয়ের পর রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্নে বিভোর ছিল নতুন গোধুলী আকাশের।সকল বিজেপি বিরোধীরা বলতে শুরু করে ছিল এবার শেষ বিজেপি। মিডিয়া ও বুধ ফেরত সমীক্ষা ও তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু হলো না, জনগণের রায় আর একবার বিজেপির সাথে রইল। লিখেছেন **ড.মুহাম্মদ ইসমাইল।**

কত আশা ও কত প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল এক নতুন ভোরের আশায়। কয়েকদিন ধরে চর্চার ঝলকে ছিল পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন।কর্ণাটক জয়ের পর রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্নে বিভোর ছিল নতুন গোধুলী আকাশের। সকল বিজেপি বিরোধীরা বলতে শুরু করে ছিল এবার শেষ বিজেপি। মিডিয়া ও বুধ ফেরত সমীক্ষা ও তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু হলো না, জনগণের রায় আর একবার বিজেপির সাথে রইল। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কে সেমিফাইনাল হিসাবে হিসেবে তকমা দিয়েছিল অনেকে। কিন্তু হাতছাড়া হলো কংগ্রেসের শাসনাধীন রাজ্য।তবে কংগ্রেসের হারানোর মাঝে ও নতুন করে প্রাপ্তি তেলেঙ্গানা। আর মিজোরামের মত ছোটখাটো রাজ্যের ক্ষমতা দখল নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব নেই বললেই চলে। তবে ভারতবর্ষে বিজেপি বিরোধী জনগণ কয়েক দিন যে আশার আলো নিয়ে প্রহর গুনছিলেন তার অবসান হলো। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মোদি ঝড়ের অবসান হবে এমনটাই আশা করেছিল। কিন্তু বারবার পরাজয়ের কারণে হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের কর্মী ও সমর্থকেরা।পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় রাজনৈতিক গতভাবে মাইলস্টোন রচনা হল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো যাত্রার ফলাফল প্রাথমিক ভাবে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হল। তার সময় অপচয় ও নানা প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনমানসে আঁচড় কাটতে পারেনি তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হল বিভিন্ন মহলে। নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক জনগণ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিল ও দেখানো হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হলো না এবং অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।

আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচন অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ল এবং মোদির সরকার হালে পানি পেল নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। কর্ণাটক জয়ের পর কংগ্রেসের নতুন আশা ও নতুনভাবে মহাজোট তৈরির প্রস্তুতি ধাক্কা খাবে।বিরোধীরা মনে করেছিল টানা ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে একটি সরকার শুধু সাম্প্রদায়িক উসকানি ও মেরুকরণের রাজনীতি করে টিকে আছে তাদের অবসান ঘটবে। তবে কংগ্রেসের ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের অহংকার, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক দাবিদাওয়া ও ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলোকে তেমনভাবে গুরুত্ব না দিয়ে একতরফাভাবে বিভিন্ন নির্বাচনে উদ্ধত প্রকাশ করে থাকেন।এছাড়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নীতি বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের উপর জোর করে চাপানো হয় নানা সিদ্ধান্ত। তার ফলে ভোটার সংগ্রহকারী নেতাদের জবাবদিহি ও জনগণের কাছে হেনস্তা হতে হয় নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে।

এছাড়া বর্তমানে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্ষমতা দখলের জন্য এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছে, যে তারা যে কোনো দলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আগামী নির্বাচন জয়লাভ করতে চায় কোনো বাচ্য বিচার ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়া। তাই বহু দুর্নীতি পরায়ণ ও পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক দলকেও ইন্ডিয়া জোটে শামিল করেছেন।তেমনি ভাবে, বহু সংখ্যালঘু নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সমর্থিত দল হিসেবে বিজেপি তকমা পায়। অন্যদিকে বিজেপি বিরোধী জোটকে হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে তুলে ধরতে সমর্থক হয় বিজেপির নেতা-নেত্রী ও সাধারণ কর্মীরা। তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিজেপির পক্ষে মতামত দেন। এছাড়া ইন্ডিয়া জোটে শামিল বহু রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে জনমানসে। তারা প্রয়োজনে পালটি খেয়ে বিজেপিকে সমর্থন করবে বলে ভোটারদের একাংশ মনে করেন। দুর্নীতিতে ডুবে থাকা দলকে কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটে আশ্রয় দিয়েছে যা অনেকেই বিজেপি থেকে খারাপ সরকার হবে বলে আশা করছেন। তারপরে এনডিএ মত একমত সম্পন্ন ও একই আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা পাচ্ছে। ভোটের শতাংশ যে ভাবেই বিচার করা হোক না কেন, সরকারে না আসতে পারলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন গুরুত্ব নেই। ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে নানা প্রকল্প ও সুযোগ সুবিধার জন্য ক্ষমতাসীন দলের ও নেতা-নেত্রীদের দরজায় নাড়া দিতে হয় যা জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে । তাই চট করে স্রোতের বিরুদ্ধে মতামত দিতে পারছে না। এছাড়া বিজেপি শুধু নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল জাতপাত ও ধর্ম কে কেন্দ্র করে রাজনীতি করছে তা সকলের কাছে পরিষ্কার। লালু,নীতীশ, অখিলেশ, মায়াবতী, মমতা থেকে শুরু করে সকলেই বিভাজনের রাজনীতিতে ভর করে আছে সকলের জ্ঞাত। তাই বর্তমানে বিজেপির নানা জুলুম, অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের নির্যাতন, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ, ইতিহাস পরিবর্তন কোন কিছুতেই জনগণ মাথা দিচ্ছেন না। রাজনৈতিক দলের দুর্নীতির কথা মনে করে ধর্মের মোড়কে আটকে পড়ে বিজেপির সাথে রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ।সকলেই অবগত, রাজনীতি এখন সমাজ ও দেশের সেবা নয়, নিজেদের স্বার্থ ও আখের গোছানোর পালা। তাই ধর্মপ্রাণ ভারতীয়রা বিজেপিকে আঁকড়ে ধরেছে শক্ত করে। তবে সত্যি কথা,আগামী লোকসভা নির্বাচনে যারা ভাবছেন বিজেপিকে পরাস্ত করা যাবে তাদের আর বেশি করে মাঠে ময়দানে নামতে হবে রাজনৈতিক সমীকরণ জানতে। ফেসবুক,হোয়াটসঅ্যাপ,টুইটার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বসে তর্ক করে ও শীতল ঘরে বসে পোস্ট করে জনমত জানা ও গঠন করা সম্ভবপর নয়। সাধারণ মানুষের মতামত জানতে হলে মাঠে ময়দানে নামতে হবে।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির মত জোটকে মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দলের কৌশল ও ব্যবস্থাপনা নেই। অন্যদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা বৈতরণি পার করার জন্য অযোধ্যার মন্দির উদ্বোধন ও কয়েকটি নতুন ধর্মীয় সুড়সুড়ি যথেষ্ট বিজেপির জন্য। শুধু তাই নয়, আগামী কয়েক বছর বিজেপির সাথে বসবাস করতে হবে আমাদের এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন করতে হলে সকলকে একত্রিত হতে হবে।

লেখক অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

কিন্তু বারবার পরাজয়ের কারণে হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের কর্মী ও সমর্থকেরা।পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় রাজনৈতিক গতভাবে মাইলস্টোন রচনা হল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো যাত্রার ফলাফল প্রাথমিক ভাবে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হল। তার সময় অপচয় ও নানা প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনমানসে আঁচড় কাটতে পারেনি তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হল বিভিন্ন মহলে। নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক জনগণ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিল ও দেখানো হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হলো না এবং অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো।

যায়েদ আল বেলবাগি

সৌদি পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে বদলে যাচ্ছে, কী বার্তা দিচ্ছে

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এখন কূটনৈতিক কর্মযজ্ঞ চলছে। যদিও বহুপক্ষীয় বিশ্বব্যবস্থায় সৌদি আরবের কূটনৈতিক নীতির যে পরিবর্তন, তা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই। পশ্চিমের সঙ্গে সখ্য রেখে সৌদি আরব এখন প্রাচ্যে প্রভাব বাড়াতে চাইছে। গত কয়েক মাসে সৌদি আরবের কূটনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ বরাবরই সম্মানজনক। বাদশাহ ফয়সাল দীর্ঘদিন এই মন্ত্রণালয় সামলেছেন। পরে তাঁর নেতৃত্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রিন্স সৌদ বিন ফয়সাল পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান এখন দায়িত্বে আছেন। উদ্যমী এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্ব সৌদি আরবের পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশলে বেশ সাহসী কিছু পরিবর্তন এনেছে। আরব বিশ্ব যেখানে কিছুটা ম্রিয়মাণ, সেখানে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা চীনা নেতৃত্বের সঙ্গে, কিংবা কায়রোয় নিজের দেশকে উপস্থাপন অথবা প্যারিসের এক্সপোতে গিয়ে সফল হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সৌদি আরবের পুনর্জাগরণ দেশটির উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৌদি সমাজ ও অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের গুরুত্ববহ করে তোলার উদ্যোগ খুব পরিষ্কার। সৌদি আরব ক্রমে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সম্পদ ও ধর্মীয় কারণেই সৌদি আরবের অবস্থান এখন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, হোয়াইট হাউস প্রশাসনের নজর এখন চীন ও রাশিয়ার উত্থানের দিকে। এই সুযোগে সৌদি আরবও স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সৌদি আরব থেকে চীনের তেল আমদানির পরিমাণ বেশি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সৌদি আরব ও চীন দ্রুত নিজেদের সম্পর্ককে ঝালিয়ে নেয়। যদিও জ্বালানি খাত থেকেই দেশ দুটির মধ্যে অংশীদারত্বের সূচনা, দ্রুতই তা আরও বিস্তৃত হয়। চীন ব্যাপকভাবে সৌদি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। সৌদি আরবে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক সুবিধা চালুতে হুয়াওয়েই ভূমিকা রেখেছে। সৌদি গ্রিনফিল্ড প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত মাসে দেশ দুটি সাত বিলিয়ন ডলার নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করেছে। ২৬ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল বা ৫০ বিলিয়ন চীনা ইউয়ান বিনিময়ের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকা ও আরবের কোনো স্থায়ী প্রতিনিধি নেই। গাজায় ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে আব্রাহাম অ্যাকর্ড থেকে বেরিয়ে আসায় সৌদি আরব প্রশংসিত হয়েছে।

একই সঙ্গে সৌদি আরবে আরব, ইসলামিক ও আফ্রিকান সম্মেলন প্রমাণ করেছে, মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া এখন কতটা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন কূটনৈতিক নীতি সংকটে পড়ে। সৌদি আরব যখন ভূরাজনীতিতে ক্রমে স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, তখন চীন তার দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চীনের দূতিয়ালিতে সৌদি আরব এখন ইরানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিয়েছে। আবার ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে গত মাসে প্রিন্স ফয়সালসহ চারজন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিং সফর করেছেন। এই সফরের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব এই বার্তা দিয়েছে যে তারা নতুন নতুন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।

যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সৌদি আরব একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপনে জোর দিচ্ছে। ভারতে জ্বালানি সরবরাহে সৌদি আরবের অবস্থান তৃতীয়। সেদিক থেকে দুই দেশের জন্যই দ্বিপক্ষীয় এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। 'সৌদি-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল ২০১৯' স্থাপনের পর ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান দুবার ভারত সফরে গেছেন। গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতেও ভারতে যান তিনি। সেখানেই ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ করিডরের ঘোষণা আছে। এই প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, খাদ্যনিরাপত্তা ও গ্রিড কানেকটিভিটিকে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। এর বাইরেও স্টার্টআপ, শিক্ষা, ডিজিটালাইজেশন, সমরাস্ত্র নির্মাণ, ভারতের পশ্চিমে পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপনে সৌদি আরামকো বিনিয়োগ করেছে। সৌদি আরব এখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বন্ডে তার সংরক্ষিত অর্থ ভাঙিয়ে ফেলছে। পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার বাইরে গিয়ে তারা এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী । সৌদি কূটনীতির পরিবর্তনের অন্যতম নির্দেশক হলো গত আগস্টে দেশটির ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়া। আমরা জানি, ব্রিকসের সদস্য হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইরান, আর্জেন্টিনা ও ইথিওপিয়াকে যুক্ত করায় ব্রিকস এখন ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে। আগামী তিন দশকে এই দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। এই জোটে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। একই সঙ্গে আরব বিশ্বে তাদের শক্তিমত্তারও জানান দিয়েছে। এ তো গেল মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে সৌদি আরবের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রসঙ্গ। আরব ও মুসলিম বিশ্বেও সৌদি আরব এখন আগের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকা ও আরবের কোনো স্থায়ী প্রতিনিধি নেই। গাজায় ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে আব্রাহাম অ্যাকর্ড থেকে বেরিয়ে আসায় সৌদি আরব প্রশংসিত হয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি আরবে আরব, ইসলামিক ও আফ্রিকান সম্মেলন প্রমাণ করেছে, মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া এখন কতটা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন কূটনৈতিক নীতি সংকটে পড়ে। যদিও সৌদি আরবের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরো বদলে গেছে, এমনটা বলার সময় এখনো আসেনি। বিদেশনীতি পরিবর্তনকে ঘিরে দেশটির যে তৎপরতা, তাকে স্বাগত জানানো উচিত।

নিবন্ধটি আরব নিউজ-এ প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

প্রথম নজর

জাতি ভিত্তিক সেন্সাস দাবি আলোচনা সভায়

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটি হলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ হতে জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। প্রাক্তন আইএএস এবং সাংসদ বিক্রম সরকার। তিনি জাতি ভিত্তিক জনগণনার বিষয় বিশ্লেষণ করেন। দেশের লোকসভা, বিধানসভা, সম্পূর্ণ ভারতে প্রতিটা বিভাগে কত শতাংশ ব্রাহ্মণ সেই উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রাখেন খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শামসুল আলম। তিনিও জাতি ভিত্তিক জনগণনার জোরালো দাবি করেন। জাতি ভিত্তিক জনগণার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন প্রাক্তন আইএএস এবং সাংসদ সুখ বিলাস বর্মা। এছাড়াও জাতি ভিত্তিক জনগণনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও এর দ্বারা কিভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নতি সম্ভব তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখেন প্রাক্তন আইএএস স্বপন কুমার বিশ্বাস। জাতি ভিত্তিক জনগণনা করে দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার পরিসংখ্যান, তাদের আর্থিক-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান নিরূপণ করে প্রত্যেক জাতির সংখ্যানুপাতিক অধিকার প্রদানই দেশের সামগ্রিক বিকাশ তথা উন্নয়নের একমাত্র পথ - এই ভাবনা তুলে ধরতেই এই আলোচনা সভা বলে দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম জানান।

উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মাওলানা তালহা, এনডিপিআইয়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় সরকার, বেঙ্গল ডিপ্রেসড ক্লাসেস লিগের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আয়োজক এসডিপিআইয়ের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য কমিটির সদস্য সারুর আলম এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন রাজ্য কমিটির সদস্য প্রফেসর আনিসুজ্জামান।

রাইস মিলের স্বেচ্ছাচারিতা, গেটে তালা দিয়ে আন্দোলনে কৃষকরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাইস মিলারদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে পথে নামলেন এলাকার কৃষকদের একাংশ। এলাকার একাধিক রাইস মিলের গেটে তালা লাগিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় কৃষকরা। এমনকি কৃষকদের পক্ষ থেকে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করা হয়। অবশেষে প্রশাসনিক আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

ঘটনা, পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের মঙ্গলমারি - বোয়াইচন্ডী রোড এর উপর শংকরপুর এলাকার। জানা গেছে শংকরপুর এলাকার রাইস মিলের পচা জল কৃষি জমিতে পড়ায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। ফসল নষ্ট হওয়ার ক্ষোভেই পথে নেমে আন্দোলনে সমবেত হয় এলাকার কৃষকরা।অভিযোগ, রাইস মিলের জল নিকাশের যে নয়ানজুলি দীর্ঘদিন যাবত কোন রকম সংস্কার করেনি রাইস মিল কর্তৃপক্ষ, ফলে মশা-মাছি উপদ্রব বাড়ার পাশাপাশি নয়ানজুলি কচুরিপানা এবং রাইস মিলের অন্যান্য আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যাওয়ার কারণে নয়ানজুলি উপচে নোংরা জল কৃষি জমিতে প্রবেশ করে বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হচ্ছে।

কৃষকদের আরও অভিযোগ রাইস মিলের পচা জলের দরুন ধান নষ্ট বহু বছর যাবৎ হয়ে আসছে, এখন নতুন নয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে জানিয়েও কোনো রকম সুরাহা মেলেনি বলেও অভিযোগ আন্দোলনরত কৃষকদের। আরও অভিযোগ, রাইস মিলের পচা জল যন্ত্রণার পাশাপাশি মিলের ছাই উড়ে ধানের ফলনেও ব্যাঘাত ঘটায়। এবং ছাই ওড়ার কারণে ওই এলাকায় কৃষি কাজ করার জন্য মেলেনা কৃষি শ্রমিকও ।

ফলে চরম সমস্যা তে পড়তে হয় স্থানীয় এলাকার চাষীদের। শনিবার এলাকার চাষিরা একত্রিত হয়ে পথ অবরোধ এবং একাধিক রাইসমিলে তালা লাগিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গেছে, রবিবার প্রসাশনের পক্ষ থেকে রাইস মিল কর্তৃপক্ষ এবং কৃষকদের নিয়ে সমাধান সূত্র বের করার উদ্দেশ্যে একটি জরুরি বৈঠক করা হবে।

চোরাশিকার ঠেকাতে সিসিটিভির ক্যামেরা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট। শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের দল ভিড় শুরু করেছে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। আর এই সময় মূল্যবান পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই চোরা শিকারিদের উৎপাত বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এই প্রথম গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে অন্তত ১০ টি সিসি ক্যামেরা বসিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। সেখানে থাকা হরিণ সহ অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রেও যাতে অবাঞ্ছিত কোনো রকম খাবার পর্যটকেরা দিতে না পারে সেদিকেও এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তদারকি চালাবে বনদপ্তর। মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জানিয়েছেন, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে চোরাশিকারিদের উৎপাত ঠেকাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের গতিবিধির উপরেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই নজরদারি রাখা হবে।

উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েক একর জমির ওপর অবস্থিত রয়েছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। বর্তমানে এই ডিয়ার ফরেস্টে ১০০টি'রও বেশি চিতল সহ উন্নত প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এছাড়াও নীলগাই, খরগোশ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে এই ডিয়ার ফরেস্টে। প্রতিবছর শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দল বাসা বাঁধে এবং প্রজনন ঘটায়। এছাড়াও আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে কয়েক বিঘা জমির ওপর রয়েছে একটি বিশাল বিল। সেখানেও বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দল মাছ ধরতে আসে। আর এইসব পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই তৎপর হয়ে উঠেছে চোরা শিকারিদের দল। এইসব পরিযায়ী পাখিগুলো ধরার পর সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ ।সেই সব পাখির মাংসের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। ফলে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টসংলগ্ন খাল, বিলে এখন পরিযায়ী পাখিদের ধরতেও মরিয়া হয়ে উঠেছে চোরাশিকারীরা বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বনদপ্তর গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লোকালয়ে বাঘের আতঙ্ক, ড্রোন মাধ্যমে নজরদারি

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলতলি

আপনজন: শীতের মরশুম শুরু হতেই লোকালয়ে বাঘের হানা। বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলতলির মইপিট উপকূল থানার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরী গৌড়ের চক এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয় গ্রামবাসী।ঘটনার খবর পেয়ে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশকে খবর দিলে ওসি মধুসূদন পালের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসেন। গ্রামে বাঘের উপস্থিতি নিশ্চিত হতেই বন দফতরকে খবর দেয় পুলিশ। পরে স্থানীয় নলগড়া বীট অফিস ও আশপাশের রেঞ্জ অফিস থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে ভুবনেশ্বরী গৌড়ের চক এলাকায় নদীর চড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। তড়িঘড়ির খবর দেয়া হয় বনদপ্তরকে ও পুলিশ প্রশাসনকে। খবর পেয়ে ঐ এসে পৌঁছানবন বিভাগের কর্মীরা। ইতিমধ্যেই বন কর্মীরা বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বোঝার চেষ্টা করছে বাঘটি পুনরায় জঙ্গলে চলে গিয়েছে নাকি লোকালয়ের মধ্যে রয়েছে।

আরটিআই করায় পিন কোড সমস্যা মিটল কুরুন্নাহার পোস্ট অফিসের

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: প্রায় সাত বছর আগে পরিবর্তন হয়েছে লাভপুর ব্লকের কুরুন্নাহার ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পিন কোড, এলাকাটি আগে লাভপুর সাব পোস্ট অফিস ৭৩১৩০৩ পিন কোডের অধীনে ছিল পরে সেটা ৭৩১৩০৪ পিন কোডে পরিবর্তন হয়ে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিস হয় । কিন্তু পিন কোড পরিবর্তন হলেও প্রায় ৭ বছর যাবৎ পিন কোডটি আধার সার্ভারে আপডেট ছিল না বা কোনো কতৃপক্ষ এবিষয়ে নজর দেননি । ফলে এলাকার মানুষ তাঁদের আধার কার্ডে পিন কোডটি আপডেট দিতে পারেন না । যেকারণে এলাকার মানুষদেরকে বাধ্য হয়েই ৭৩১৩০৩ পিন কোডটি ব্যবহার করতে হয় । যারফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লাভপুর সাব পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ঘুরে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিসে পৌঁছোতো । আবার অনেক সময় লাভপুর থেকেই জরুরি চিঠিপত্র অন্যত্র ভুল করে চলে যেত । এর ফলে এলাকার মানুষজনকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, এমনকি ডাক পিওনকেও ঝামেলা পোহাতে হত। এলাকার অন্যান্য মানুষের মতোই দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল ওই এলাকারই কাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত পল্লীকবি মহম্মদ ওয়ারেসের পরিবার। এই সমস্যা সমাধানের কথা ভেবে মহম্মদ ওয়ারেস পুত্র মহম্মদ ওয়াশিম গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টকে ওই মর্মে একটা আর.টি.আই জমা করেন, সেই আর.টি.আই ফরওয়ার্ড হয় বীরভূম পোষ্টাল সুপারকে, তিনি সেই আর.টি.আই ফরওয়ার্ড করেন আধার কর্তৃপক্ষকে; তারপর সেই আর.টি. আই ফরওয়ার্ড হয় UIDAI RO রাঁচিতে এবং তারপরেই আধার ডিপার্টমেন্ট তৎপর হন পিন কোডটি আধার ডাটা বেসে আপডেট করতে । গত ৭ ডিসেম্বর UIDAI RO রাঁচির সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার নিরজ কুমার আর.টি. আই এর উত্তরে জানান, ৭৩১৩০৪ পিন কোডটি আধার ডাটা বেসে আপডেট করা হয়েছে । আর.টি.আই এর মাধ্যমে দীর্ঘ ৭ বছরের গাফিলতির সমাধান করালেন মহম্মদ ওয়াশিম । ফলে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিসের অধীনে থাকা কাজীপাড়া ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস সংলগ্ন গ্রামের মানুষরাও চাইলে তাঁদের আধার কার্ডে ৭৩১৩০৪ পিন কোডটি আপডেট করতে পারেন । ওয়াশিম বলেন, "কাজীপাড়া গ্রাম ও এই এলাকা সংলগ্ন হরিপুর, জয়চন্দ্রপুর, চতুর্ভুজপুর গ্রামের মানুষের উপকারের কথা ভেবেই আমি এই কাজটি করেছি, আধার একটি সর্ব ভারতীয় পোর্টাল আর এই পোর্টালে কাজীপাড়া পোস্ট অফিসের পিন কোডটি (৭৩১৩০৪) আপডেট করাতে পেরে আমি খুবই খুশি এবং আনন্দিত"।

চাকরি নিয়ে কর্মশালা কালিয়াচক কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহ জেলার কালিয়াচক কলেজে অনুষ্ঠিত হলো একটি অভিনব কর্মশালা। এদিনের বিষয়টি ছিল "ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।"

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন নতুন দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, ডিরেক্টর সেন্টার ফর এনোভিশন এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ এবং প্রাক্তন প্রভাষ চ্যান্সেলর দিল্লি স্কিল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ইউনিভার্সিটি, প্রফেসার রিহান খান সুরি আরও বক্তব্য রাখেন ডঃ সুব্রত কুমার দাস। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৌরভ কুমার পাল এবং আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুজতবা জামাল। অধ্যক্ষ ড: নাজিবর রহমান সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করেন এই ধরনেরর কর্মশালা কালিয়াচক কলেজে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছে। কলেজে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে।

এই কলেজের ছাত্র এনসিসি ক্যাডেট হিসেবে পশ্চিমবাংলার গভর্নরের কাছ থেকে মেডেল লাভ করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর ২৬ শে জানুয়ারির প্যারেডে সুযোগ পেয়েছে, প্রায় প্রত্যেক বছর বিভিন্ন সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করে আসছে। এখন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও কোম্পানির সঙ্গে সযোগিতা করে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার কাজে কলেজ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে প্রফেসর রিহান খান সুরি মহাশয়ের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যে সমস্ত সংযোগ আছে সেই সুযোগ-সুবিধা কালিয়াচক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্থাপন করার অনুরোধ জানান। প্রফেসর রেহান খান সুরি, অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তার বিশেষ ভাষণে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা, বিষয়ে বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্ডাস্ট্রি এন্ট্রান্সিপ্ স্টোর তৈরি করার ব্যাপারে তিনি কালিয়াচক কলেজকে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

জেলা বইমেলার সূচনায় সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● বহরমপুর

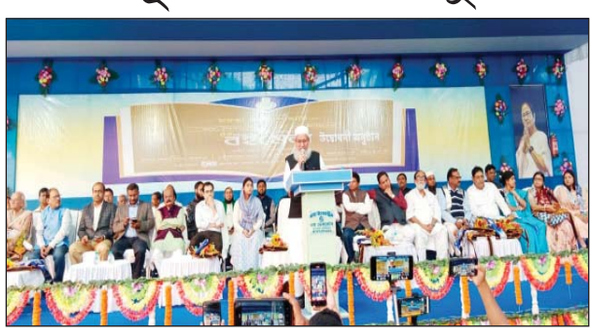

আপনজন: শনিবার বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো ৪৩ তম মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। এবারের বইমেলায় ১২০ টি স্টল রয়েছে। সেগুলি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। বইমেলার মেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী বই কেনার জন্য ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন. মুর্শিদাবাদ ও মালদাহ জেলায় পূর্বের তুলনায় অনেক স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ৪৩ তম বইমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী, জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংগঠনিক সভাপতি বিধায়ক অপূর্ব সরকার, চেয়ারম্যান বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী, বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, বিধায়ক আশিষ মার্জিত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা প্রমুখ।

ক্যানসারে মৃত্যু বন্ধুর স্মরণে রক্তার্পণ বন্ধুদের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: মৃত্যু দিবসে বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তার্পণ করলেন বন্ধুরা। শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার নিউটাউনের টাটা ক্যানসার হাসপাতালে গিয়ে রক্তার্পণ করেন তারা।

৫ বছর আগে ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে মারণ ক্যানসার প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের চন্দনেশ্বরের কলেজ পড়ুয়া রাকিবুল ইসলাম রাকিবের। সাকিল হাসান, শেখ মোমতাজুল, জাহাঙ্গীর, ফিরোজ, রামিজরা প্রিয় বন্ধু রাকিবের স্মরণে রক্তার্পণ করে আসছেন প্রথম বছর থেকেই। বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টায় ত্রুটি রাখেননি বন্ধুরা। তবুও বাঁচানো যায়নি প্রিয় বন্ধুকে। বন্ধুর স্মৃতিকে তাই বাঁচানোর উদ্দেশে রক্তার্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বন্ধুরা। রাকিবের স্মরণে বন্ধুদের রক্তার্পণ বিষয়ে আপনজন প্রতিনিধির পক্ষে জানতে চাওয়া হলে মুঠোফোনে তার দাদা বিদ্যালয় শিক্ষক এম রুহুল আমীন বলেন, 'মারণব্যাধি ক্যান্সারের কারণে হারিয়েছি অতি আদরের ছোট ভাইকে। পারিবারিকভাবে আমরা তাকে বিভিন্ন ভাবে স্মরণ করি। তার বন্ধুরা ধারাবাহিকভাবে রক্তদানের মত মহৎ কাজের মাধ্যমে তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বন্ধুর জন্য বন্ধুদের ভালোবাসার এ এক অনন্য নজির।

রোকেয়া স্মরণসভা ফ্রন্টপেজ একাডেমিতে

রফিকুল হাসান ● হাড়োয়া

আপনজন: নারী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিন ছিল ৯ ডিসেম্বর। এই দিনটিকে সামনে রেখে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল ফ্রন্টপেজ একাডেমিতে।

শনিবার ফ্রন্টপেজ একাডেমির সভাঘরের এই স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন, ফ্রন্টপেজ এডুকেশনাল গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সমাজসেবী ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষানুরাগী মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী সহ বিশিষ্টজনেরা। নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার বর্ণময় জীবন তুলে ধরে আহমদ হাসান ইমরান বলেন, ওপার বাংলার পাশাপাশি এ বাংলায়ও বর্তমানে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে বেগম রোকেয়ার কথা বর্তমান প্রজন্মকে আরো জানাতে হবে বলে তিনি জানান।

অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, গম রোকেয়া নারী শিক্ষা আন্দোলনের পাশপাশি বহু বই লিখেছেন ইংরেজি ও বাংলাতে। তার বহু লেখা সে সময়ের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নারীদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তিনি একটি মহিলা সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন। তার অবদান আমাদের ঘরের মেয়েদেরকে জানিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এদিনের স্মরণসভায় ফ্রন্টপেজ এডুকেশনাল গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ছোট করে হলেও বেগম রোকেয়াকে নিয়ে একটা স্মরণ সভা আমরা করেছি। আগামীদিনে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে আরো আলোচনা হোক বলে দাবি করেন তিনি।

সিউড়ির স্টেডিয়ামে তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ, বীরভূম ● হাড়োয়া

আপনজন: শনিবার জেলার সাংসদ, বিধায়ক,ব্লক সভাপতি, টাউন সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতি সহ শাখা সংগঠনের সকল নেতৃত্বকে নিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিউড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আগামী ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে, রণনীতি ঠিক করতে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি। সেইরূপ আজ জেলা সদর সিউড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজনৈতিক সম্মেলন কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে- কয়েক মাস পরেই বিরাট পরীক্ষা আসছে। যে পরীক্ষাগুলো বিগত দিনে দিয়েছি। সেই পরীক্ষায় আমরা আমরা কিন্তু পরপর প্রমাণ করেছি যে, এই বীরভূম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এই বীরভূম অভিষেক ব্যানার্জীর, এই বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের। লড়াই আমরা করতে জানি, লড়াই আমরা করেছি বিগত দিনে ৩৪ বছর বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই। অতএব আমরা জানি কিভাবে লড়াই করতে হয়। দিল্লিতে বসে শুধু ফতোয়া জারি করে বাংলার মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না। বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার রক্ত। সেই রক্ত বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেসদের ভয় পায় না। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, জেলা সভাধিপতি ফয়জুল হক ওরফে কাজল সেখ, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড আশীষ ব্যানার্জী, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির অন্যান্য সদস্য।

কামারদা বাসস্ট্যান্ডে কেন্দ্র বিরোধী সভা

আনোয়ার হোসেন ● খেজুরি

আপনজন: কামারদা বাস স্ট্যান্ডে তৃণমূলের সভা। কামারদা চলোর সমর্থনে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সভা থেকে একাধিক আক্রমণ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের সরকার সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। ১০০ দিনের টাকা পাওয়া সাধারণ মানুষের অধিকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। ২১শের নির্বাচনে অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীরা বিপুল সংখ্যক সভাকরে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছিল। কলকাতার নিউটাউনে অফিস করেছিল। সেখান থেকেই হেলিকপ্টার করে সারা রাজ্যে প্রচার করেছিল দিদি আর ক্ষমতায় আসবে না। গণমাধ্যম কে হাতিয়ার করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করে বেড়িয়েছিল বিজেপির বন্ধুরা। ধর্মীয় মেরুকরনের রাজনৈতি করতে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম ধর্মের জিগির তুলে বলে ছিল আপ কি বার ২০০শো পার। তা বাংলার মানুষ হতে দেয়নি। কি? হয়ে ছিল আপকি বার মোদি অমিত শাহরা ২০০শে হার। তাই অমিত শাহরা বাংলার মানুষের ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখে প্রতি হিংসা করছে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে একক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ২কোটি ৮৮ লক্ষ ভোট পেয়েছে। তাই এত রাগ বিজেপির শুভেন্দু অমিত শাহদের। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে গরীব মানুষদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে, তাই মিডে মিলের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্র। সভায় উপস্থিত ছিলেন তন্ময় ঘোষ তৃণমূলের মুখপাত্র, রথি মন্ডল প্রাক্তন বিধায়ক, খেজুরি এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নমিতা নায়েক, খেজুরির ব্রক নম্বর ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি জালাল উদ্দিন খান, বাপ্পাদিত্য গর্গ সহ অনেকেই।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: ইনসান উল কামিল মওলানা আকরম খাঁ
- অণুগল্প: হয়তো তোমারই জন্য...
- ধারাবাহিক গল্প: রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা
- ছড়া-ছড়ি: দু-দিনের দুনিয়া

বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক অধঃপতনের যুগে মওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ-র জন্ম। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাঙলার মুসলমান সমাজকে তিনি ইসলামে প্রকৃত অনুসারী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় ইতিহাসবেত্তা **খাজিম আহমেদ...**

ইনসান উল কামিল মওলানা আকরম খাঁ

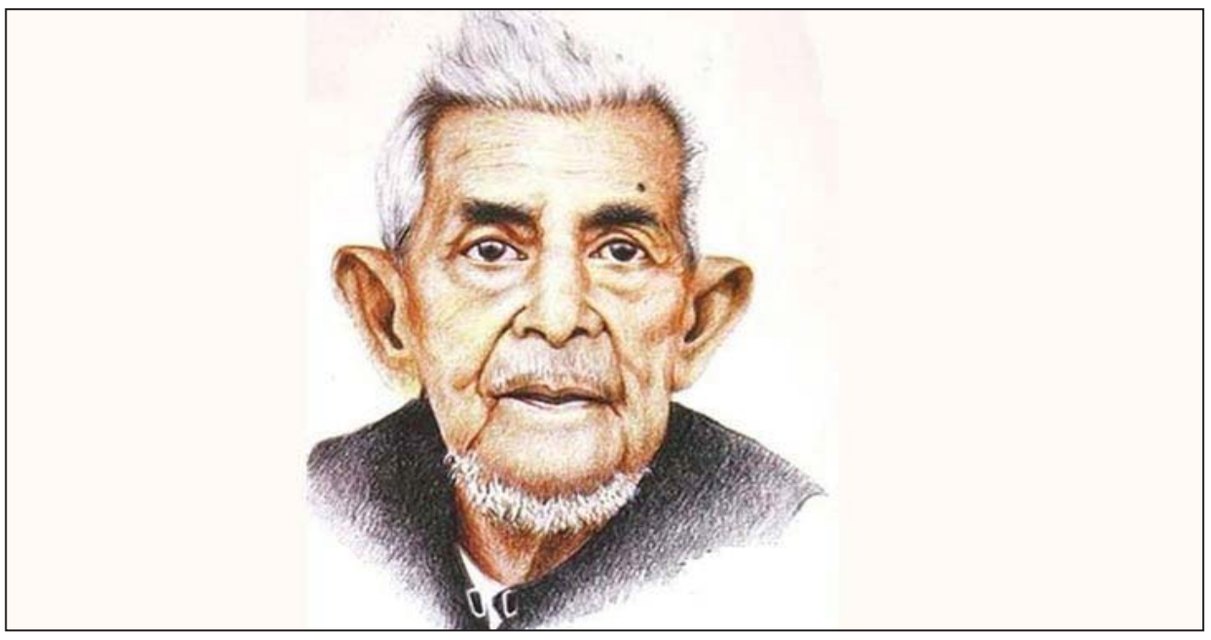

বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এক অধঃপতনের যুগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাকিমপুর নামক গ্রামের বিখ্যাত খাঁ পরিবারে মওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ-র জন্ম (১৮৬৯-১৯৬৮)।

শৈশবেই 'এতিম' হওয়ার পর সংসারের নানাবিধ অভাব অবহেলা ও প্রতিকূল অবস্থার অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আকরম খাঁ সাহেব ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আরবি সাহিত্যে তাঁর প্রশংসনীয় দখল ছিল। যৌবনে ফারসি কাব্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ আমাদের চমকিত করে। তাঁর ফারসি কবিতা চর্চার কথা আমরা অনেকেই জ্ঞাত নই। কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল স্টিন সাহেব, মওলানার ফার্সী শায়েরী চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আলেমবর্গ জনাব আকরম খাঁ-কে পরম আপনারজন হিসেবে আলিঙ্গন করেন।

উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনের হর স্তরে ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটেই মওলানা আকরম খাঁ-র কর্ম ও সাধনা শুরু হয়। সাধারণ মানুষকে করুণ ও মানবেতর জীবনযাপন থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজের জীবনকে চালিত করেন। তিনি ছিলেন যথার্থ 'হিউম্যানিস্ট'।

প্রথমেই তিনি সংবাদপত্র প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। মাত্র এক টাকা তের পয়সা পুঁজি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। এটি কত যে দুঃসাহসিক 'প্রজেক্ট' তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। তবু তিনি ভয় পাননি।

মাসিক মোহাম্মদী (১৯০৩), পাক্ষিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, উর্দু দৈনিক জামানা, আল-ইসলাম, দৈনিক সেবক, দৈনিক আজাদ-এর মাধ্যমে একটি উপেক্ষিত জাতিসত্তার মর্যাদার অন্বেষণে নিজের জীবনকে মহান আল্লাহর দরবারে সঁপে দেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাবেক বাংলার বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে প্রাণস্পন্দন শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে নয়া-জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। মওলানা সাহেব প্রকাশিত এসব পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল মুসলমান লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক আত্মপ্রকাশ করেন যাঁরা পরবর্তীকালে দেশের কৃতী সন্তান হিসেবে পরিচিতি পান। এই প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আবুল মনসুর আহমদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। বাঙলার মুসলমান সমাজকে তিনি ইসলামে প্রকৃত অনুসারী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। এমন বিচিত্র কর্মপ্রবাহে তাঁর 'দোস্তজী' খুবই কম, কিন্তু শত্রু ছিল অনেক। কিন্তু তিনি এক অপরাজেয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে গেছেন। হর মুশিবতকে জয় করে তিনি দিশেহারা স্থবির মুসলমান কওমকে কল্যাণের পথে, মর্যাদা অর্জনের পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁদের উজ্জ্বল জীবনের 'অ্যাভিনিউ'-এর সামনে সটান দাঁড় করিয়ে দেন। এই কারণেই মওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ কালজয়ী।

আর দু একটি কথা বলে আলোচনাটি শেষ করছি। 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' আন্দোলনের কর্তা হিসেবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'আল-এছলাম' নামক একটি পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রবন্ধাবলী পাঠে বাংলার মুসলমানদের আত্মিক ও ধর্মীয় সত্তার অসাধারণ উজ্জীবন ঘটে। আন্তর্জাতিক ইসলামি চিন্তার কারণে 'খেলাফত' আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগ দেন, কারারুদ্ধ হন, তেমনতরো সময়ে পবিত্র কুরআনের 'আমপারা'-র সুললিত বঙ্গানুবাদ অনুবাদ করেছিলেন। এটি তাঁর তুলনারহিত পবিত্র কাজ। তাঁর রচিত 'মোস্তফা চরিত' তাঁর মহান দীর্ঘ জীবনের শ্রেষ্ঠ আর মহৎকৃত্য সম্পাদন বলে বিবেচিত হয়।

মগের মুল্লুক

নাজমা আহমেদ

মগের মুল্লুক একটি প্রবাদ। এই প্রবাদের পিছনের গল্পটি বলব। 'মগের মুল্লুক' এই প্রবচনের মানে বিশৃঙ্খল অবস্থা, অরাজক দেশ, তাই তো? এতে আবার নতুন করে কী বলার আছে? কিন্তু বলুন তো এই 'মগ' কী জিনিস? আর মুলুকটা মগেদেরই বা কেন হলো? ভৌগোলিকভাবে আরাকান বা বর্তমানের মায়ানমার রাজ্যটি হলো মগেদের দেশ, মানে আক্ষরিক অর্থে মায়ানমার হলো মগের মুলুক। তবে মগদের সঙ্গে যুক্ত এই কথাটি ব্যবহার করা হয় যথেচ্ছাচার আর অরাজকতার বিষয়টি বোঝাতে।

১৬২৫ সালের দিকে আমাদের বঙ্গভূমি ছিল খুব সমৃদ্ধশালী। তখন পর্তুগিজ আর মগ জলদস্যুরা পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থানে খুব লুটপাট চালায়। এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে তাদের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন এ ভূখণ্ড শাসন করত মুঘল সুবেদাররা। তারা এসেছিল সেই আফগান ভূমি থেকে আর তাদের শাসনের কেন্দ্র ছিল দিল্লি। ফলে জলস্থান মানে সমুদ্র বা নৌপথে যুদ্ধ করতে পারতো না। এদিকে মগেরা ছিল ভয়ঙ্কর জলদস্যু, নৌপথে যুদ্ধ করে খুব পটু। তাই মুঘল সুবেদাররা কখনোই মগেদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। তখন খান-ই-দুরান ছিলেন ঢাকার সুবেদার। বলা হয় মানুষ হিসেবে তিনি একটু দুর্বল চিত্তের অধিকারী ছিলেন। মগ জলদস্যুদের ভয়ে তিনি রাজমহলে পালিয়ে যান। এই সুযোগে মগরা এই অঞ্চলে ইচ্ছেমতো লুটপাট, অত্যাচার নির্যাতন করে।

মুঘল আমলের শেষেও মগেদের এই অত্যাচার অব্যাহত ছিল। পুরো বাংলা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, তারা আসামেও অনেক অত্যাচার করে। ১৮২৪ সালের দিকে এই অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। তারপর তাদের সঙ্গে শাসক এবং সাধারণ মানুষের অনেকগুলো যুদ্ধ হয়। ১৮২৪, ১৮৫২ এবং ১৮৮৫ সালের যুদ্ধের পরে মগেদের শক্তি বেশ কমে আসে। এভাবে আস্তে আস্তে তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায় এই ভূখণ্ডের মানুষ।

যদিও এক সময় ঠিকই মগদের অত্যাচার কমেছে, তবু প্রায় দু'শ বছর সহ্য করতে হয়েছিল এই অত্যাচার।

আর সেই তখন থেকেই যথেচ্ছাচার আর অরাজকতার অবস্থাকে বোঝাতে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। আজও যখন আমাদের সমাজে কেউ যেমন-তেমনভাবে অন্যের ওপর প্রভাব খাটায়, অত্যাচার করে, দুর্বল মানুষকে কষ্ট দেয় তখন মগেদের সময়ের কথার সঙ্গে সেটা তুলনা করা হয় আর বলা হয়, 'মগের মুল্লুক'।

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

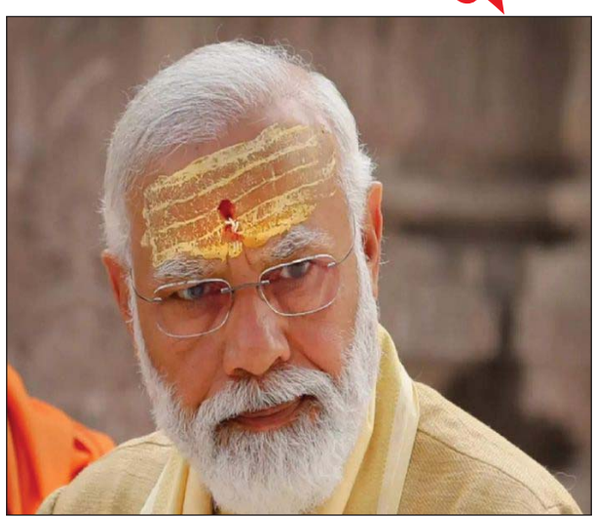

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৮ হিন্দুত্বের রাজনীতির বিপণন

দামোদর বীর সাভারকর নন, 'হিন্দুত্ব' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বাঙালি লেখক চন্দনাথ বসু। সাভারকরের 'Essentials of Hinditva' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, তাঁর ' Hinditva ; who is Hindu' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে।

তবে চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' প্রকাশের অনেক আগে থেকেই বাংলায় বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুত্বের চর্চা হয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ছদ্মনামে ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'উনবিংশপুরাণ'। এই বইতে ভারতকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়। অনেকের মতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে বইটি লিখেছিলেন। এর পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতমাতার' ছবি আঁকেন। ১৮৬৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিরা গড়ে তোলেন 'হিন্দুমেলা'। এই মেলা উপলক্ষে সংগীত রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সংগীতের প্রথম পঙতি: ' মলিন মুখ-চন্দ্রমা মা ভারত তোমারই'। ১৮৭০ সালের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন 'বন্দেমাতরম' সংগীত, যা পরে ১৮৮০ সালে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে স্থান পায়। ১৮৮২ সালে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসকদের শাসনকালকে বাংলার ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেন ; বাঙালি হিন্দুকে তিনি বাংলার যর্থার্থ ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করেন। সে ইতিহাস হবে হিন্দুর ইতহাস। ১৮৯২ সালে ২০১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের মেডিকেল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব'। বইটির সূচিপত্র এ রকম:

ক] সোহহং
খ] লয়
গ] নিষ্কাম ধর্ম
ঘ] ধ্রুব
ঙ] তুষানল
চ] কড়াক্রান্তি
ছ] পুত্র
জ] আহার
ঝ] ব্রহ্মচর্য
ঞ] বিবাহ
ট] তেত্রিশ কোটি দেবতা
ঠ] প্রতিমা বা মূর্তিপূজা
ড়] মৈত্রী
ঢ়] ক্রোড়পত্র

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় দেখা যায় নব্য হিন্দু আন্দোলন। সে আন্দোলন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী। নব্য হিন্দু আন্দোলনের নায়করা হলেন: রামকৃষ্ণ পরমহংস, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

স্বদেশে পরবাসী হবার বেদনা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুধর্মের যে পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল, শতাব্দীর শেষে তা হিন্দু জাতীয়তাবাদে পরিণত হল। বিপ্লবাদীরা এক হাতে 'গীতা' ও অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতায় পথে নামলেন। স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। হিন্দুত্বের এই আস্ফালনকে অন্যভাবে উস্কে দিলেন কর্নেল ইউ এন মুখোপাধ্যায়। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বই 'Hindus: a dying race' . এই বইতে তিনি বললেন হিন্দুদের মহা বিপদের কথা। কারণ মুসলমানরা সংখ্যায় দ্রুত বাড়ছে । কর্নেল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : " There are various ways people have dwindled and finally disappeared from their own country and we are in a fair way of sharing their fate .,,,,,,,, We are also a decaying race . Every census reveals the same fact. We are getting proportionally fewer and fewer ..... Year after they [the Hindus] are being pushed back, the land once occupied by them is being taken up by Mohammedans and their relative proportion to the population of the country is getting smaller and smaller ." ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসের যে ভয়াবহ ছবি কর্নেল মুখোপাধ্যায় এঁকেছেন, তা স্বকপোলকল্পিত। হিসেব নিলে দেখা যাবে গত ১০০ বছর হিন্দু জনসংখ্যা ২০ কোটি থেকে ১০০ কোটিতে পৌঁচেছে।

এবার দামোদর বীর সাভারকরের বইএর আলোচনা। সাভারকরের 'এসেন্সিয়াল অব হিন্দুত্বে'র আলোচ্য বিষয়গুলি এই রকম:

1] Essentials of Hindutva 2] What is in a name 3] Hindutva is different from Hinduism 4] What is a Hindu 5] Name older still 6] Hindus, a nation 7] Other names 8] How Names are given 9] Fall of Buddhism 10] Buddhism --- a universal religion 11] Then came reaction 12] Institutions in favour of Nationality 13] Commingling of Races 14] Back to the Vedas 15] Sindhusthan 16] What is Arya 17] Hindu and Hindusthan 18] Reverence to Buddha 19] Hindus: all one in a nation 20] Hindusthani Language 21] Foreign Language 22] Hindutva at work 23] Stupid notions must go 24] Essential implications of Hindutva 25] Bond of common blood 26] common culture 27] what is civilization? 28] Common laws and rites 29] Who is a Hindu 30] Hindus in Sindh 31] Unique Natural Blessings to Hindusthan .

কিন্তু হিন্দত্বের প্রথম দিকের প্রচারক হলেও সাভারকর গো-পূজনের বিরোধিতা করেছেন। যে গো-পূজন বর্তমানের বিজেপি-র অন্যতম কর্মসূচি, যে গো-পূজনের জন্য তাদের দ্বারা মুসলমানরা প্রায়শ আক্রান্ত হয়, সাভারকর তার বিরোধী ছিলেন। তাঁর 'গোপালান হেভে গোপুজান নাভেহে' নিবন্ধটি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন মানুষ তাকেই পূজা করে যে তার চেয়ে উন্নততর। গরুর প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা আছে কিন্তু তাই বলে গরুকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা ভুল ও বোকামি। গোমূত্র ও গোবর খাওয়ারও বিরোধিতা করেছেন সাভারকর। তিনি যে গো-ভক্ষণের বিরোধী ছিলেন না, তাঁর বহু উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া হিন্দুধর্মের অন্তর্লীন অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদেরও বিরোধী ছিলেন তিনি।

পার্থপ্রতিম মৈত্র তাঁর 'হিন্দুত্বের ক্রোনোলজি ও স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ' নিবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন: " আজ এতদিন পরে একজন আদ্যোপান্ত নাস্তিক, পরধর্মবিরোধী এবং একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী মানুষের ইতিহাসের পাতা থেকে পুনরুত্থান ঘটছে কেন? কেন নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহ বা নাগপুর ব্র্যাণ্ড হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা সাভারকরকে স্বীকৃতি দিতে মরিয়া? শ্রীমৈত্র তার কারণগুলি উল্লেখ করেছেন এইভাবে:

১] হিন্দুত্ববাদের তাত্ত্বিক পটভূমি রচনার কৃতিত্ব বিনায়ক দামোদর সাভারকরের উপরেই বর্তায়। তাঁর 'হিন্দুত্ব' নামের বইটি সেই পটভূমি।

২] তিনি ছিলেন মুসলমান ও খ্রিস্টান বিরোধী। ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করায় সাভারকরের অবদানই তাঁকে ইতিহাসের অন্ধকার থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

৩] গান্ধীর অহিংসা নীতি ও নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক উদারমনস্কতার বিরোধিতা সাভারকর সারাজীবন করেছেন, জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন ভারতভাগের জন্য। একবিংশ শতকের ভারতে এই ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি রাজনৈতিকভাবে অতীব প্রয়োজনীয়।

৪] হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্ববাদ যে এক নয়, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ গড়ে তোলা যে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় তা সাভারকরের তত্ত্বে নিহিত আছে।

৫] সাভারকর হিন্দু পরিচয়, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি মৌর্য, গুপ্ত, চোল, মারাঠা প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের প্রতিমূর্তি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। সাভারকরের মতে এঁরা এবং এঁদের মতো আরও অনেক রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক যেমন পুরু, পৃথ্বীরাজ চৌহান, রানা প্রতাপ, শিবাজি, মহারানি লক্ষীবাই প্রমুখ, যাঁরা বিদেশি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের কাহিনিই জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে। সাভারকরের মতে বৈদিক যুগ থেকে পৃথ্বীরাজ চৌহানের শাসনের শেষ অবধি হিন্দু রাজাদের শাসন ছিল ভারতের হিন্দুদের স্বর্ণযুগ। ১৫৫৭ সালে দিল্লির সুলতানি আমলের সময় থেকে ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত ইসলামিক বিজয়ীদের যুগ, যা ছিল হিন্দুদের অন্ধকার যুগ। হিন্দুদের জন্য ব্রিটিশরা অনেক কিছু করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। হিন্দুদের উপর অত্যাচারে মুসলমানদের মতো ব্রিটিশরাও নির্মম ছিল।

৬] আন্দামান সেলুলার জেলে বারবার ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ও শেষে মুক্তি ---- এই ঘটনার যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে ছত্রপতি শিবাজির পটভূমিকাতেই ঘটনাটিকে দেখতে হবে। শিবাজি ১৬৬৬ সালে আগ্রায় কৌশলে আওরঙ্গজেবের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে যান ; ঠিক তেমনি ১৯১০ সালে সাভারকর ব্রিটিশ জাহাজ এস এস মোরিয়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ফরাসি বন্দর মার্সাইএর কাছে ধরা পড়েন। তাঁকে যখন ভারতে আনা হয়েছিল তখনও তিনি ব্রিটিশ হেফাজৎ থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। শিবাজি তাঁর বন্দিদশাকালে আওরঙ্গজেবের কাছে চারটি ক্ষমা চেয়েছিলেন। চারটি ক্ষমার ভিত্তিতে মোগল ও শিবাজির মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এটা ছিল কূটনৈতিক ও সামরিক কৌশল। সাভারকরও সেই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

৭] সাভারকর ছিলেন বিভাজনের রাজনীতির জন্মদাতা।

হেডগেওয়ার, গোলওয়াকার, মোহন ভাগবত থেকে শুরু করে বাজপেয়ী, আদবানি . মোদি এবং অমিত শা্হ সকলেই বিভাজনের রাজনীতির প্রচারক।

৮] উত্তেজক জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন সাভারকর।

রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপি বীর সাভারকরের কথা বলেন বটে, কিন্তু সাভারকর তাঁদের 'গুরুজি' নন। তাঁদের গুরুজি হলেন মাধব সদাশিবরাও গোল্লয়ালকর।

গোলওয়ালকর মহারাষ্ট্রের নাগপুরের নিকটস্থ রামটেকে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন । বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি মিশনরি সম্প্রদায় পরিচালিত হিসলপ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে হিন্দুধর্মের অবমাননার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। এখান থেকে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হন, পরে জীববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মেরিন বায়োলজিতে ডক্টরেট করার জন্য মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু পিতার মৃত্যুর কারণে তা শেষ করতে পারে নি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল প্রাণীবিদ্যা পড়িয়েছিলেন গোলওয়ালকর। তাঁর দাড়ি আর লম্বা চুলের জন্য ছাত্ররা তাঁকে 'গুরুজি' বলে ডাকত।

এখানে থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ভাইয়াজি দানির। ভাইয়াজি আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তারপরে হেডগেওয়ারের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। গোলওয়ালকর যোগ দেন আর এস এসে। নাগপুর শাখার সচিব হন।

চলবে...

রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা

আহমদ রাজু

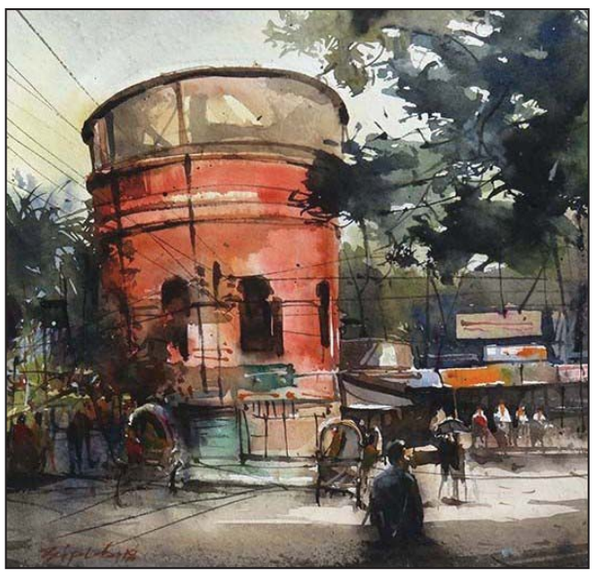

শুধু আমি বুঝলেতো হবে না, গ্রামের সবারতো বুঝতে হবে। যাইহোক আমি কম বেশি সবাইকে বুঝিয়ে বলেছি জ্যামের কথা। সবাই মেনেও নিয়েছে। যাও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসো।'

আমার অন্তরে ধেয়ে আসে কান্নার বান। কী করবো এখন? সারা রাস্তা যা ভেবে এসেছি তার কিছুইতো হচ্ছে না। বাবাকে বললাম, 'আব্বা, যখন বাঁধা পড়েছে তখন বিয়ে করতে যাওয়া কি ঠিক?'

কথাটা শুনে তিনি যেন তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আমি শুনেছি শিক্ষা অনেক কিছু শেখায়; আমি সেটা অনুভবও করেছি।'

'আমি কি কিছু বলেছি আব্বা?'

'কিছু বলো নি। তবে বলতে বাদও দাওনি। একটা মেয়ে অপেক্ষায় আছে, তাকে আজ কোন রাজার কুমার রানী করে নিয়ে যাবে। একটা পরিবার অপেক্ষায় আছে, তাদের কন্যা শ্বশুর বাড়ি যাবে স্বামীর হাত ধরে। আর একটা গ্রাম অপেক্ষায় আছে- তাদের গ্রামে একটা নতুন জামাই আসবে। আর তুমি কোথায়.....'

আমি বুঝতে পারছি বাবা কথাটাকে জটিল দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমনিতে আমি আর নিস্তার পাবো না।

তাহলে কেন এই কথার বহর বৃদ্ধি করা। তারপরও যদি বাংলা সিনেমার মতো শেষ দৃশ্যে ভাল কিছু হয় তার জন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সঁপে দিই।

বরযাত্রীর বহর নিয়ে আমরা যখন কথাদের বাড়িতে পেঁছাই তখন রাত আটটা। কিন্তু কী আশ্চর্য, কারো মুখে বিরক্তির কোন ছাপ লক্ষ্য করা গেল না। আমি মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা বর তাতে কী, চোখ তো খোলা। সুযোগ বুঝে এদিক ওদিক তাকিয়েছি বেশ।

বিয়ে শেষে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত এগারোটা। বাড়ি ভর্তি লোকজন। নতুন বউ বাসর ঘরে বসে আছে। আমি সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে মোড়ের চায়ের

ধারাবাহিক গল্প

দোকানে যাই কফি খেতে। কিছু না হোক. সারাদিনে দু'চার কাপ কফি না হলে আমার চলেই না। কফি খেয়ে উপস্থিত পরিচিত মুখগুলোর সাথে কথা বলতে বলতে রাত বেশ গভীর হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে দেখি কেউ ঘুমায়নি। কাল দুপুরে বৌভাতের অনুষ্ঠান থাকায় সবার ভেতরে একটা অন্যরকম আমেজ তখনও কাজ করছে। আমাকে সবার মাঝে বসতে দেখে ডনার মা ভাবী আমার হাত ধরে টেনে তুলে বাসর ঘরের দিকে নিয়ে একপ্রকার জোর করেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে সিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

নতুন বউ পালঙ্কের ওপর ঘোমটা টেনে বসে আছে। অগত্যা আমি আর কি করি, তার পাশে যেয়ে বসি। ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আলনার পাশে একটা মৃদু শব্দ হওয়ায় সেদিকে চোখ পড়তেই পরাণ আমার চমকে ওঠে- সামনে অগ্নিমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুষি। হয়তো এক্ষুনি তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে আমাকে আহত করার জন্যে। আমিতো মহা বিস্ময়ে বিস্মিত। ভুল দেখনি নাতো? সেই গেটআপ-মেকআপ, চেনা শার্ট-প্যান্ট! চেহারায়ও কোন পরিবর্তন নেই! যার সাথে বিগত এক বছর ধরে সংসার করছি তাকে দেখতে ভুল কীভাবে হতে পারে? ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে। আমার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে সে হিন্দিতে বলল, 'কী বলবে এখন?' গলা- ঠোঁট শুকিয়ে আসে আমার। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের করতে পারি না। এমন সময় বাইরে থেকে বাবার কণ্ঠ. 'বৌমা, আমার বোকা ছেলেটাকে আর কষ্ট দিও না।'

তুষি গুটি গুটি পায়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার ঝাঁকড়া চুলের ভেতরে তার দুই হাতের আঙুলগুলি ঢুকিয়ে বিলি কাটতে কাটতে শুদ্ধ বাংলায় বলল, 'আচ্ছা বাবা। আপনার ছেলে যে বোঝে না, সেটাও বোঝে না।' অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে সে। বাইরে বাবা-মা সহ সকলের হাসির রোল আমাকে ভাসিয়ে দেয় চরম শুদ্ধতায়।

সমাপ্ত....

বসন্তের কোকিল

সনাতন পাল

বসন্ত কাল। চারিদিকে পত্র বিহীন গাছের ডালে থোকা থোকা লাল টুকটুকে পলাশ ফুলে ভর্তি। কুহু কুহু রবে মধুর কণ্ঠে কোকিল ডাকছে। সেই ডাক শুনে পথের ধারে অন্ধ কানাই আনমনা হয়ে ফিক করে এক গাল হেসে দিল। তাই দেখে একটা কাক মনে মনে ভাবল, " আমি যদি কোকিল হতে পারতাম ! তাহলে আমার মধুর কণ্ঠ শুনেও হয়তো কোনো অন্ধ যুবক এমন ভুবনমোহন হাসি হাসত।"

তারপরে সে ভাবল যে করেই হোক কোকিল হতে হবে। শত চেষ্টা করেও সে কোকিলের মত মধুর কণ্ঠ করতে পারল না। এবার সে ভাবল দেহ টাকে যদি কোনো মতে কোকিলের মত করা যায়! কিন্তু কাকের গায়ের রং কালো হলেও কোকিলের চেয়ে অনেকটা বড় এবং আকৃতিও কোকিলের থেকে কিছুটা ভিন্ন। সে মনে করল এবার দেহটাকে ছোটো করতে হবে।

সে এক নাপিতের কাছে গিয়ে বলল, " হাতে কাজ কাম কিছু নাই বুঝি। বেশ ভালো সময়েই এসে পড়েছি, ভায়া। আমার গায়ের পালক গুলো ছেঁটে ছুটে একটু কমিয়ে দাও দেখিনি।" নাপিত বলল, " হঠাৎ করে তোমার আবার কি হলো!", সে উত্তরে বলল," না এমন কিছুই হয়নি, ভাবলাম শরীরটা একটু হাল্কা পাতলা করে নিই। " কাকের মনে যে কোকিল সাজার সাধ জেগেছে এবং সেই জন্যই যে সে নাপিতের কাছে এসেছে সেটা আর সে নাপিত কে বলল না। কাকের কথা শুনে নাপিত তার ধারাল কাঁচি দিয়ে পালক গুলো সব ছেঁটে ছোটো করে দিল। কাক বলল, " এবার তাহলে আসি, ভায়া। আবার পরে দেখা হবে।" নাপিত বলল, " বেশ যাও, কিন্তু আমার পাওনাটা বুঝিয়ে দিয়ে যাও ভায়া।" , কাক বলল, " দেব। আগে দেখি সবাই আমাকে কোকিল ভাবে কি না। যদি কোকিল ভাবে,তাহলে আগামী রবিবারে কিছু মাংসর টুকরো ম্যানেজ করে তোমাকে দিয়ে যাবো।" নাপিত বলল, " সে কি গো! তুমি তো আগে একথা বলোনি যে তোমার পালক ছেঁটে কোকিল বানিয়ে দিতে হবে! এমন শুনলে আমি আগেই হাত তুলে দিতাম। এখন ওসব কথা চলবে না , কাজ করেছি তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক চাই। তাই শুনে কাক নাপিতের কানের কাছে ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠল। নাপিত কাকের প্রতি অসন্তোষ দেখাতেই কাক রেগে গিয়ে বলল, " বেশি কথা বললে এমন হাঁক ডাক শুরু করব, তখন সেটা শুনে অমঙ্গলের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করবে। আর ঘরের জানালার পাশে মরা জীব জন্তুর পচা দেহ ফেলে দিয়ে যাবো, গন্ধে খাবার পেটে ঢুকবে না, তখন বুঝবে মজা।" নাপিত ভয় পেল। কাককে বলল, " অযথা ঝামেলা করে কি হবে, ভায়া ! তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজি।" কাক মুচকি হেসে বলল, " তাই বলো, অবশেষে তাহলে লাইনে এলে !" শুনে নাপিত মৃদু স্বরে বলল, " না এসে কি আর রক্ষা আছে। জোর যার মলুক তার।" কাক বলল, " এই তো এতক্ষণে ঠিকঠাক বুঝেছ। " এবার কাক নিজেদের মহল্লায় গেল। তাকে দেখে অন্য কাকেরা বলল, " এ কি হাল করেছ ! এতো বিশ্রী লাগছে তোমাকে, সেটা আর বলা যাবে না। শুনে কাক তৎক্ষণাৎ ছুটল নাপিতের কাছে। বলল, " আমার কাটা পালক গুলো আবার জুড়ে দাও।" শুনে নাপিত বলল, " তা আর সম্ভব নয়।" শুনে কাক ভীষণ রেগে গেল। নাপিতকে বলল, " পালক যদি জুড়ে দিতে না পারো, তাহলে তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। " নাপিত বুঝল এবার সে সত্যিই বিপদে পড়েছে। কাককে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করল। কাক কিছুতেই বুঝল না। অবশেষে নাপিত ভীষণ রাগান্বিত হয়েও ভয়ে হাসিমুখে বলল," ঠিক আছে কি ক্ষতিপূরণ চাও, বলো। " কাক বলল, " আজকে তোমার বাড়িতে কি বাজার করেছো ? " বলল," মাংস "। কাক বলল, " বেশ, তাহলে ওগুলোই আমাকে দিয়ে দাও। এটাই ক্ষতিপূরণ। " নাপিত মুখটা ভার করে কাঁচা মাংস গুলো সব কাককে দিয়ে দিল। কাক সেগুলো নিয়ে গিয়ে মহল্লার কাকদের বিতরণ করে দিয়ে বলল, " এবার বল, পালক গুলো কেটে ভালো করেছি, নাকি খারাপ করেছি?" সবাই এক বাক্যে বলল, " খুব ভালো করেছো, বস্। কাক মুচকি হেসে বলল, " হ্যাঁ। এবার থেকে সবাই আমার গুণগান করবি,তাহলে মাঝে মধ্যেই ছিটা ফোঁটা খুদ গুড়ো পাবি।" তাতে সবাই রাজি হলো।

তারপরে একদিন হঠাৎ করেই ঐ কাক কে একটা শালিক বলল, " তুমি যদি কোকিল হতে, তাহলে আমি সারাজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকতাম।" শুনে কাক বলল, " তুমি কি না শেষে আমাকে কোকিল হতে বলছ! কোথায় কোকিল আর কোথায় আমি ! কোকিলের পুচকি একটু দেহ। আমি তো ওদের পাত্তাই দিই না। সারা বছর দেখা নেই। শুধু বসন্ত কাল এলেই যত সব হাঁক ডাক শুরু হয়। আমরা সারা বছরই সব খানে থাকি। আর গলার জোর! সে তো কোকিলের থেকে আমারই অনেক বেশি। শালিক টা মুচকি হেসে বলল, " তা অবশ্য ঠিকই বলেছ। তোমার গলার জোর সত্যিই বেশি। কিন্তু বড্ড কর্কশ। তোমার ডাক শুনলে মানুষ ভাবে এই বুঝি কোনো অমঙ্গল সংবাদ এলো। আর কোকিলের ডাক শুনলেই মানুষ ভাবে এই বুঝি বসন্ত উৎসব এলো।

গল্প

নানা রঙে সবাই নিজেকে রাঙাবে। বৃন্দাবনে ধুম পড়ে যাবে। যৌবনের নীল দিগন্তে ডানা মেলে মনটা উড়ে যাবে। আরও সব কত কি !" কাক শালিকের সব কথা মন দিয়ে শুনে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "তোমার বোধহয় নাপিতের মত দশাই করতে হবে।" শালিক ভাবল হঠাৎ আবার নাপিতের কথা এলো কেন ? ভাবতেই কাক বলল, "চল্ পথের ধারে নাপিতের কাছে আমার মহিমার কথা নিজে কানেই শুনে আয়।" কাক আর শালিক নাপিতের কাছে গেল। কাককে নাপিত দেখেই মনে মনে ভাবল , আবার সেই বিপদ এসে হাজির!মনের ভেতরে ভয় অথচ হাসতে হাসতে সে কাককে বলল, " এই যে ভায়া, হঠাৎ আবার কি মনে করে এই অধমের কাছে আসা হয়েছে?" কাক বলল, " তেমন কিছুই না, সেদিন তোমার কি হাল করেছিলাম সেটা এই ছ্যাঁচড়া শালিকটাকে একটু ভালো করে শুনিয়ে দাও তো।" তারপরে নাপিতের কাছে শালিক সব শুনে কাকের দিকে ঘুরে মাথা নিচু করে বলল, " তোমার কাছে কোকিলের খাওয়া নাই বস্। কোথায় তোমার মত ডাকুবুকু পালোয়ান আর কোথায় ঐ পুচকি কোকিল! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম হয়ে গেলাম। " কাক শালিকের এই কথা শুনে বলল কেন ! কোকিলের মিষ্টি কণ্ঠ আর শুনবি না!" শালিক বলল, " ও সব ফালতু মিনমিনে কণ্ঠ কেউ শোনে নাকি! তোমার আওয়াজের ধারে কাছে নাই।"

ওদের সঙ্গে আরও একটা কাক এবং একটা শালিক ছিল। এরপরে দুই শালিক একদিকে গেল আর দুই কাক আরেক দিকে চলে গেল। খানিকটা দূরে গিয়ে এক শালিক আরেক শালিককে বলছে, " তুমি কাককে মিছেই প্রশংসা করলে কেন? উত্তরে অন্য শালিক টি বলল," না বলে কি আর রক্ষা আছে! ভয়ে সত্যি কথা বলার উপায় নাই, ভায়া। অনেক সময় জীবনে বাঁচতে এবং কিছু সুবিধা পেতে সত্যের গলা টিপে খুন করতে হয়। আমিও সেটাই করেছি। অযথা কে ঝামেলায় জড়াবে! তার চেয়ে কাক কে তোষামদ করে চললে বরং অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে আবার অত্যাচারের হাত থেকেও বাঁচা যাবে।" ওদিকে আবার এক কাক আরেক কাককে বলছে ," দেখলি! ঠ্যালার নাম কেমন বাবাজি! সত্যের ভূত কেমন ঘাড় থেকে নেমে দৌড়ে পালাল? কষে একটা দিলেই সব ফুটুস। অপর কাক উত্তরে বলল, " এসব জুলুম বাজি না করে আমরা যা সেটা থাকাই কি ভালো নয় !" অন্য কাক শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, " তোর সব যত সতীপনা। ছাড় তো এসব। আমাদের সবাই ঝাড়ুদার ভাবে আর ঐ কোকিল কে গায়ক বলবে ! এসব মানতে হবে নাকি ?" আমাদের কি পেস-টিজ নাই!" অপর কাকটি শুনে বলল, " আমরা যা সেটাই বলবে তাতেই বা ক্ষতি কি! " অপর কাক উত্তরে বলল, " ব্যাপারটা লাভ ক্ষতির নয়, ইজ্জতের। ইজ্জত জোর করে আদায় করতে হবে। অন্তর থেকে সম্মান না করলেও চলবে- ভয়ে ভক্তি করলেই হবে।" উল্টো দিকের কাকটি শুনে বলল, " এটা কি ঠিক?" উত্তরে সে বলল," এখন এটাই চলছে।"

হয়তো তোমারই জন্য...

শংকর সাহা

অণুগল্প

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। বৃষ্টির শব্দে আর মেঘের গুরুগম্ভীরে এক বিশেষ দ্যেতনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির ধারায় মাধবীলতার মনটি কেমন উতলা হয়ে উঠলো। বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দে তার মনটি কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

"আপনি একটু অন্যরকম, অন্য সব নার্সদের থেকে আলাদা",

সৌম্যের কথায় একটু সচকিত হয়ে ওঠে মাধবীলতা।

"তুমিও একটু অন্যরকম",

প্রত্যুত্তর দেয় সে।

মাধবীলতা যখন সৌম্যের বায়োপসির রোপোর্ট দেখে, মনে প্রচন্ড আঘাত পায় সে।

তাড়াতাড়ি একটি মানুষ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে!

সৌম্যের সময় বেশি নেই! এত বড় অপারেশন, তারপরে কেমো আর রেডিয়েশনের

ধাক্কা ,এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নেওয়া। , কিন্তু সৌম্য ভেঙ্গে পড়েনা।

জীবনটা যেন তার কাছে একটি খেলা! হয় হারবে, নয়তো জিতবে সে! অপারেশনের দুইদিন আগে থেকে সৌম্য তেমন কথা বলেনা। শুধুই বাইরের জগতটাকে ভালো করে দেখে সে। আর একটু পরে সৌম্যকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। শেষ মুহূর্তে জীবনটাকে খুব প্রিয় মনে হচ্ছে সৌম্যের। আজ যেন বিধাতা তাকে এক পরিমানও সময় ছাড়

দিতে চায়না। সৌম্যর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মাধবীলতা। তার

দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বলে, " আর যদি আমি না আসি আমার জন্যে কষ্ট

পেয়ো না।''

অপারেশন টেবিলে দীর্ঘ দুঘন্টার লড়াইয়ে হেরে গেল সৌম্য।

হঠাত পরিচিত হাসপাতালটি বড়ই অসহ্যবোধ হতে থাকে

মাধবীলতার। সে বাইরে

বেরিয়ে এল। বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশে এখনও মেঘের শব্দ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবে মাধবীলতা! শূন্য অনুভূতি ! যেন অণুরণিত হল সেই ডাক...।

অন্যমনস্ক হয়ে সে হোস্টেলের পথে পা বাড়ালো ।

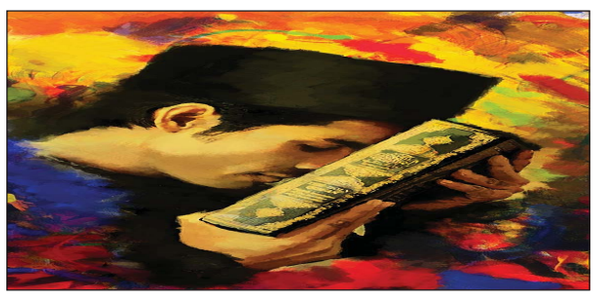

দু-দিনের দুনিয়া

সামিম আক্তার

দুনিয়া আজ মানুষের নিত্য ভেলা,
যেখানে করছে মানুষ নিজ নিজ খেলা।
কেউ আছে কষ্টে,কেউ বা দুঃখে,
কেউ আছে হাসিতে,কেউ বা পরম সুখে ।
রেলাইনের ছোট্ট বস্তিতে আছে কারো বাসা,
আবার, হাইওয়ের উপর কারো প্রাসাদ আছে খাসা।
হয় বস্তি নয়তো বা প্রাসাদ,
যেখানে যাবে পাবে একটাই জাত।
কিসের ভেদাভেদ, কিসের অহংকার,
যেখানে রবে না কারো চিরঅধিকার।
যেতে হবে সবাইকে এই দুনিয়া ছেড়ে,
দিতে হবে পাড়ি অজানা পরপারে।
যেখানে থাকবে নাকো দুনিয়ার বিভীষিকা ,
পাপিষ্ঠ সেদিন দেখবে শুধুই মরীচিকা।
হিংসা ও ভেদাভেদ কোরো নাকো ভুলে,
মিলেমিশে থাকো সদা হাসিখুশি নিয়ে।।

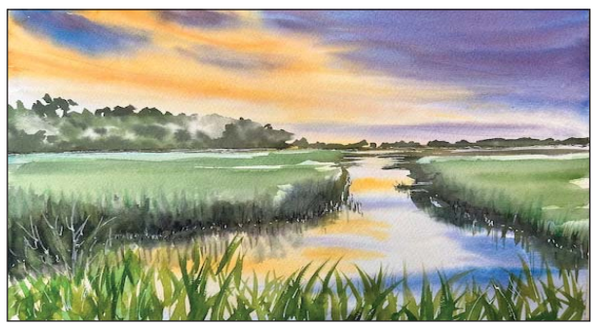

দেশ গড়ার কারিগর

রাজীব হাসান

খেলার সময় খেলবো আর পড়ার সময় পড়বো
সবাই মিলে নতুন করে এই দেশ মাতাকে গড়বো
ডাক্তার,উকিল,ইঞ্জিনিয়ার,শিক্ষক যারা হবে
আদর্শ আর বিবেক দিয়ে কথা তারাই কবে।
ডাক্তার হলে সু-চিকিৎসার বাচাবে রোগীর প্রাণ
উকিল হলে ন্যায় বিচারে রাখবে সদায় কান
ইঞ্জিনিয়ার উনিও পারেন করতে সঠিক পরিমাপ
ভুল হলেও তার উপরেই সদায় যাবে চাপ।
শিক্ষক হলে সঠিক মানুষ গড়ার শপথ নিতে হবে
শিক্ষক আমার আদর্শ ছিলো দেখা হলেই কবে
তাই বলছি খেলার সময় খেলা পড়ার সময় পড়া
সবে মিলে সঠিক পথে চলবে হবে সুন্দর দেশ গড়া।

ছড়া-ছড়ি

পাখি

গোপা সোম

হতেম যদি ছোট্ট পাখি,
পেতাম দুটি ডানা,
ডানা মেলে দিয়ে তখন,
যেতাম দেশে নানা।
দূর হতে ওই নীলাকাশ
দিত যে হাতছানি,
নেই কো সেথা হিংসা দ্বেষ,
নেই হানাহানি।
আকাশেতে উড়ে উড়ে,
যেতাম বহু দূরে,
বাতাস পরিমল, নিতাম শ্বাস,
হৃদয় খানি জুড়ে।
মহীরুহের সনে তখন
হতো যে সখ্যতা,
নীড় বানাতাম শাখায় শাখায়,
বাড়তো নির্ভরতা।
গায়ে মেখে নিতাম আমি ,
যত ফুলের রেণু,
মন দিয়েই শুনতাম বসে,
রাখালেরই বেণু।
ধানক্ষেতেতে বসে খেতাম,
কত লুটোপুটি,
দানা শস্য, পাকা ফল,
খেতাম খুঁটি খুঁটি।
খুনসুটিও করতাম মোরা,
একে অন্যের সনে,
হত না ক্ষোভ কভু স্থায়ী,
নিজের মনের কোণে।

নিবেদন

ইমরান আব্বাস হোসেন

প্রেমের ছোঁয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস
ক্ষনে ক্ষনে এসে পড়ে ধরায়,
পারতাম না আজ ও এত ব্যাকুল হতে
যদি তুমি না থাকতে প্রিয় পাঠক।
আমার লেখার ছন্দে তোমার
যদি না হয় উত্তলন,
তবে কিসের এত গভীর দেশে,
মোরা করি সব সংকলন?
গুচ্ছ কবিতা মুক্তি দিয়ে যদি
না করে মোর মন কেমন।
তবে কিসের এত অস্থিরতা
কি? আনবে আমার বিচক্ষণ।

শীতের ছড়া

সুচিত চক্রবর্তী

শীত তো আসে চলেও যায়
ধনী ভালোই থাকে
নিত্য নতুন পোশাক- আশাক
ওরা ঝোলায় রাখে ।
ছুটি পেলেই চিড়িয়াখানা
নইলে নিকো পার্ক ,
শনিবারে বিকেলবেলায়
যাবে ইকোপার্ক।
কত গরিব ফুটপাথে যে
শীতে কষ্ট পায়,
অভাব ওদের প্রতি পদে
কুঁরে কুঁরে খায়।
ওদের কষ্ট কেউ বোঝে না
যায় না কারোর কানে,
সকাল সন্ধে শীতের কাঁপন
ঝড় তুলে দেয় প্রাণে।
কুয়াশা যে জড়িয়ে রাখে
পোষ ও মাঘ মাসে,
হাসিকান্না মিলেমিশে
শীতের সকাল হাসে।

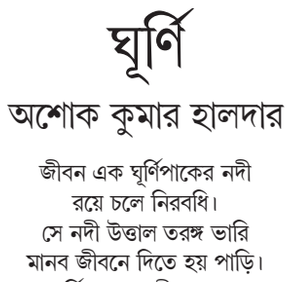

ঘূর্ণি

অশোক কুমার হালদার

জীবন এক ঘূর্ণিপাকের নদী
রয়ে চলে নিরবধি।
সে নদী উত্তাল তরঙ্গ ভারি
মানব জীবনে দিতে হয় পাড়ি।
ঘূর্ণিপাকের নদীতে পড়ে
জীবন চক্রাকারে ঘোরে।
মানব মনের স্থৈর্য সম্পাদন
অসৎ ভার থেকে মনের নিবর্তন
ঘূর্ণিপাকের নদী থেকে,
নাহি হয় সম্পাদন।
জীবন এক ঘূর্ণিপাকের নদী
বয়ে চলে নিরবধি।
চাতুরীর ঘূর্ণিপাকে পড়ে
জীবনের কার্য পন্ড করে।

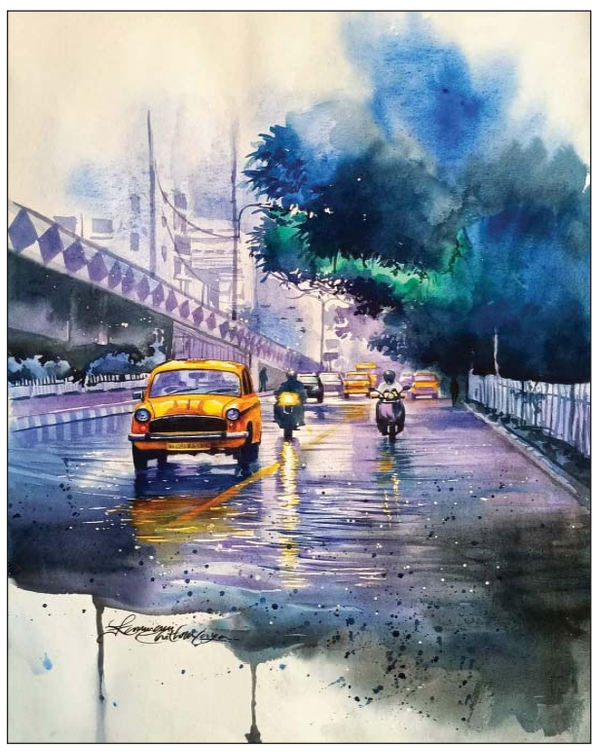

১০০০

জৈদুল সেখ

শহুরের মানুষগুলো ভরদুপুরে নিদ্রাচ্ছন্ন। নিঃস্তব্ধ।
রাস্তায় কী ঘটছে , অধীকারের লড়াইয়ে কারা মরছে ...
কে দেখে, কে হিসাব রাখে তাদের কথা!
একটা কাজের খোঁজে চাতক পাখি,
ধূসর পাণ্ডুলিপি বুকে নিয়ে শহিদ মিনারে
দুপুরের জ্বালাময় রৌদ্দুর, অক্লান্ত..
প্রেমহারা, ছন্নছাড়া মেঘ ঢাকা তারা
অন্ধাকার আকশের শিরা বিদির্ণ্য করে ফ্যাপরে বলে
কষ্টার্জিত শিক্ষার চাকরী চাই, ভিক্ষা নয়
ফিরিয়ে দাও স্বপ্নের পাঠশালা ।

প্রিয় কল্লোলিনী তিলোত্তমা
তুমি তো কবেই গেছো ভুলে
মেটো পথ ,সবুজের প্রতিশ্রুতি,
কোলভরা কলসি বালিকার প্রেম !
তপ্ত রাজপথে ধূলো ধূসর ধূলিকণায়
অবাক চোখে চেয়ে দেখি
এক বিস্ময় ভালোবাসাহীন উন্নয়েনের পৃথিবী!
লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক ভালোবাসার প্রমাণ দিতে
জ্যান্ত লাশ হয়ে পড়ে আছে!
ওরা কারা?
উন্নয়নে সামিল না হতে পারা ওরা যোগ্য অপরাধী !

প্রিয়তমা তুমি একবার এসে দেখে যাও
সুকান্তের সেই চাঁদের রুটি আজ উন্নয়নের বুদবুদে কেমন ঝলসায়!
১০০০ দিনের অনশনেও চাপা অন্ধকার!
তবুও যমদূতের এই শাসন ভেদ করে
আজও মেঘ ঢাকা তারা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন-সফলতার !
বার বার গর্জে উঠে বলতে চাই
অপরাধী নয়, আমরা অপরাধের স্বীকার...

‘আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো, মনে মনে টের পেয়েছিলাম’: মেসি

আপনজন ডেস্ক: এক বছর আগে এই সময়ে রীতিমতো উড়ছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। বিশ্বকাপ তখন ছিল হাত ছোঁয়া দূরত্বে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৮ ডিসেম্বর অবিশ্বাস্য এক ফাইনাল শেষে ট্রফিটা উঠেছিল লিওনেল মেসির হাতে। এক বছর পর এখন চলছে আর্জেন্টিনার ৩৬ বছর পর বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তির প্রস্তুতি। নানাভাবে সে সময়টাকে ফিরে দেখা হচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হয়েছে ‘১৮-ডি, দ্য ইটারনাল ফাইনাল’ নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র।

গতকাল শুক্রবার এই প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছে আর্জেন্টাইন টেলিভিশন চ্যানেল টিভি পাবলিকা। যেখানে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের নানা গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সেই প্রামাণ্যচিত্রে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা নিয়ে কথা বলেছেন লিওনেল মেসিও। মেসি বলেছেন, তাঁদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো। এমনকি বিশ্বকাপ জিততে পারেন এমন অনুভূতিও নিজের মনে জেগেছিল বলে মন্তব্য করেছেন মেসি।

বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি নিয়ে প্রামাণ্যচিত্রে মেসি বলেছেন, ‘আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো। আমি মনে মনে টের পেয়েছিলাম। আমি এটা জানতাম।’

এই প্রামাণ্যচিত্রের ট্রেলারে দেখা গেছে আনহেল দি মারিয়াকেও। তিনিও ভক্ত-সমর্থকদের আরেকবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন বিশ্বকাপ জয়ের সে মুহূর্তে। এই প্রামাণ্যচিত্রে সেই মহাকাব্যিক দিনে দর্শকদের উন্মাদনা থেকে খেলোয়াড়ের সেদিনের গতিবিধির অনেকটাই তুলে ধরা হয়েছে।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তকে ধরে রাখতে নানা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রগুলো। এর আগে সম্প্রতি অন্য এক প্রামাণ্যচিত্রেও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কথা বলেছেন মেসি।

সেখানে আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছিলেন, ‘এটা সবারই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সবাই বড় স্বপ্ন দেখে এবং জাতীয় দলের হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি ক্লাব পর্যায়ে বার্সেলোনার হয়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবকিছু জিততে পেরেছি। শুধু এটাই (বিশ্বকাপ) আমার অধরা ছিল। খুব কমসংখ্যক মানুষ আছে, যারা বলতে পারে যে তারা সবকিছু জিতেছে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি তাদের একজন।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে রিংকু-জিতেশ নিয়ে জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: আক্ষেপের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ। ভারত এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে। হাতে যে খুব বেশি সময়ও আছে তা নয়, আগামী বছরের জুনেই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে চমক দিতে পারে ভারত।

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নেই গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বিরাট কোহলি। আবার বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে খুব ভালোভাবে আছেন তরুণ রিংকু সিং ও জিতেশ শর্মা। লোয়ার অর্ডারে আক্রমণাত্মক ফিনিশার খুঁজছে ভারত, সেই চাহিদা মেটাতেই ভাবা হচ্ছে রিংকু ও জিতেশের কথা।

উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জিতেশের হয়ে সংখ্যাও কথা বলছে। ২০২১ সাল থেকে গত আইপিএলের মাঝপথ পর্যন্ত ৩০ বলের কম খেলা ইনিংসগুলোয় তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ। মাত্র দুজন ব্যাটসম্যান তাঁর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে ৩০ বা এর চেয়ে বেশি রান করেছেন। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে জিতেশেরই স্ট্রাইক রেট সবচেয়ে বেশি—১৯৪। নম্বর ৪ বা এর পরে নেমে জিতেশ রান করেছেন ৩৭ গড় ও ১৭৭ স্ট্রাইক রেটে।

অন্যদিকে রিংকু আইপিএলে ৫

বলে ৫ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানোর পর থেকেই আলোচনায় আছেন। তবে শুধু ওই এক ম্যাচ নয়, আইপিএলে রিংকু নিয়মিত পারফর্ম করেছেন। ২০১৮ সালে আইপিএল অভিষেক হওয়া রিংকুর গড় ৩৬ ও স্ট্রাইক রেটে ১৪২। আর অন্য ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে গড় ৩২ আর স্ট্রাইক রেট ১৪৫। বাঁহাতি হওয়ায় স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে জিতেশের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারেন রিংকু।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রিংকুর গড় ৬০ আর স্ট্রাইক রেটে ১৮৭.৫০। অন্যদিকে জাতীয় সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে জিতেশকে ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। অনেকবার স্কোয়াডে থাকলেও জিতেশ মূল দলে প্রথমবার খেলেছেন সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে। সেই ম্যাচে ১৯ বলে ৩৫ রান করার পর সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান করেছিলেন ১৬ বলে ২৪ রান। এই সিরিজের আগে ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন জিতেশ।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে বিশ্বকাপ দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এবার বাড়তি সতর্ক থাকতে পারে। এর আগে আইপিএল পারফরম্যান্স দেখে দীনেশ কার্তিক, দীপক হুদা ও বরুণ চক্রবর্তীকে বিশ্বকাপ দলে নিয়ে সফলতা পায়নি ভারত। তাই এই দিকটিকেও মাথায় রাখতে হচ্ছে ভারতকে।

যে কারণে ১০ তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এই দুই ক্রিকেটারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনরিখ নর্কিয়া ও কাগিসো রাবাদা না থাকলেও বাউন্সি উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভালোই পরীক্ষা নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা। সেখানে ভালো করলেই হয়তো বিবেচনায় আসবেন এই দুই ব্যাটসম্যান।

উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে লড়াই হলে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া কঠিন হতে পারে জিতেশের। যেই সুযোগ পান তাঁর ব্যাট করতে হতে পারে ৫ নম্বরে। ৬ নম্বরে হার্দিক পান্ডিয়া। অর্থাৎ রিংকু দলে সুযোগ পেলে তাঁকে খেলতে হবে ৭ নম্বরে। আর রিংকুকে সুযোগ দিলে ভারতকে খেলতে হবে চার বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে। যেটা ভারত চাইবে কি না, সেটাও প্রশ্ন।

১২০০ ছুঁলেন রোনাল্ডো, সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড কতদূর

আপনজন ডেস্ক: ‘ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ১২০০তম পেশাদার ম্যাচ খেললেন’—সৌদি প্রো লিগের ‘এক্স’ অ্যাকাউন্টে গতকাল রাতে এ পোস্ট করা হয়। আল নাসরের হয়ে গত রাতে পেশাদার ক্যারিয়ারে মাইলফলকটির দেখা পান রোনাল্ডো। ৪-১ গোলের জয়ে নিজে গোল করার পাশাপাশি একটি গোল করিয়ে মুহূর্তটি স্মরণীয়ও করে রেখেছেন পর্তুগিজ তারকা। অবশ্য এমন সব মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখা রোনাল্ডোর জন্য নতুন কিছু নয়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পেশাদার ক্যারিয়ারে নিজের ১০০০তম ম্যাচেও গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। সেটি ছিল জুভেন্টাসের হয়ে এসপিএলের বিপক্ষে ম্যাচে। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ২০০২ সালের ১৪ আগস্ট পেশাদার ফুটবলে অভিষেক রোনাল্ডোর। অর্থাৎ পেশাদার ফুটবলে তাঁর প্রায় ২২ বছর হয়ে গেল। এ সময় জাতীয় দলের পাশাপাশি পাঁচটি ক্লাবের হয়ে অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন ৩৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ কিংবদন্তি।

পাঁচবারের বর্ষসেরা এই ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে অন্তত ২০০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন আগেই। জাতীয় দলে সর্বোচ্চ গোলের (১২৮) রেকর্ডও তাঁর। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শীর্ষ স্তরের ফুটবলে ৮০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার রেকর্ডও গড়েন ২০২১ সালে। গতকাল রাতে সেটি ৮৬৮-তে উন্নীত হয়েছে। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে তাঁর সর্বোচ্চ ম্যাচ (১৮৩) খেলার রেকর্ডও ভুলে গেলে চলবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, পেশাদার ফুটবলে রোনাল্ডোই কি সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেললেন? সংক্ষেপে উত্তর হচ্ছে, না। তাহলে ছেলেদের পেশাদার ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড কার? পিটার শিলটন। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপে (১৯৮২, ১৯৮৬ ও ১৯৯০) খেলা সাবেক এই গোলকিপার নটিংহাম ফরেস্টের হয়ে টানা দুবার জিতেছেন ইউরোপিয়ান কাপ। তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ার টিকেছে ৩০ বছর। ১৯৬৬ সালে লেস্টার সিটির হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর আরও ১০টি ক্লাবের হয়ে খেলে ১৯৯৭ সালে লেটন ওরিয়েন্টে থাকতে গ্লাভস তুলে রাখেন শিলটন। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি (১২৫) ম্যাচ খেলার রেকর্ডধারী শিলটন তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ১৩৮৭ ম্যাচ খেলেছেন। তবে কোনো কোনো ওয়েবসাইটের দাবি—শিলটন ১৩৯০ ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু শিলটন নিজে তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন, তিনি ১৩৮৭ ম্যাচ খেলেছেন। ছেলেদের পেশাদার ফুটবলে আর কেউ এত বেশি ম্যাচ খেলেননি। শিলটন যে ১১টি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন, এর মধ্যে ৫টি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ন্যূনতম ১০০টি করে ম্যাচ।

পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার তালিকায় দ্বিতীয় ফুটবলারটিও একজন গোলকিপার। তবে শিলটনের মতো খ্যাতিমান কেউ নন। তিনি ১৯৮৮ সালে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর এখনো খেলে চলা পল বাস্টক। এখন খেলছেন আধা পেশাদার দল বোস্টন ইউনাইটেডে। ২০টির বেশি ক্লাবে খেলা বাস্টক এ পর্যন্ত ১২৮৬ ম্যাচ খেলেছেন বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’। শীর্ষ পাঁচে পরের খেলোয়াড়টিও গোলকিপার।

তবে তাঁকে শুধু গোলকিপার বললে ভুল হবে। কারণ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের হিসাবে তিনি গোলকিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা! এবার নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন তিনি ব্রাজিলের সাবেক গোলকিপার রোজেরিও চেনি। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, ৫০ বছর বয়সী চেনি তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারে ১২১২ ম্যাচ খেলেছেন। এ তালিকায় চতুর্থ খেলোয়াড়ও গোলকিপার হওয়ায় বলাই যায়, সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়তে চার গোলকিপারের সঙ্গে লড়তে হবে রোনাল্ডোকে। ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিন্সের ৪৩ বছর বয়সী গোলকিপার ফাবিও পেশাদার ফুটবলে সর্বোচ্চসংখ্যক ম্যাচ খেলার তালিকায় চতুর্থ (১২১২ ম্যাচ)। কখনো জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া ফাবিও শুধু ক্রুজেইরোর হয়েই খেলেছেন পাঁচ শতাধিক ম্যাচ! গোলকিপারদের শুধু পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে ক্যারিয়ার চাইলে দীর্ঘায়িত করা অন্য পজিশনের খেলোয়াড়দের তুলনায় সহজ। রোনাল্ডো আক্রমণভাগের খেলোয়াড় হয়েও পেশাদার ফুটবলে যেভাবে নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছেন, তাতে এটা বলাই যায়, এ রেকর্ড কেউ ভাঙার দুঃসাহস দেখালে সেটা শুধু তাঁর দ্বারাই সম্ভব।

ব্যাট হাতে আইরিশ খেলোয়াড়কে মারতে যাওয়ায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ রাজা

আপনজন ডেস্ক: আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফারকে ব্যাট দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন রাজা।

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকায় খেলতে পারবেন না সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। রাজার বদলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন শন উইলিয়ামস।

জিম্বাবুয়ের এই অলরাউন্ডারকে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে দুই ডিমেরিট পয়েন্ট। দুই ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ায় রাজার মোট ডিমেরিট পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে চারে। ২৪ মাসের মধ্যে চার ডিমেরিট পয়েন্ট পাওয়ায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন রাজা। ঘটনায় জড়িত থাকা দুই আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাম্ফার ও জশ লিটলকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দুজনই পেয়েছেন ১

ডিমেরিট পয়েন্ট, যেটা ২৪ মাসের মধ্যে প্রথমবার।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট রাজা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ব্যাট-বলে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ২৮ রানে ৩ উইকেট পাওয়ার ব্যাট হাতে করেছেন ৬৫ রান। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছিল তাঁর হাতে। ২০২৩ সালে সেটি ছিল রাজার নবমবার ম্যাচসেরা হওয়ার ঘটনা, যা এ বছর সব সংস্করণ মিলিয়ে কোনো খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে বেশি। তবে এমন কীর্তি গড়ার সেই ম্যাচে রাজা সমালোচিত হয়েছেন তাঁর উদ্ধত আচরণে।

সেই ঘটনার সূত্রপাত জিম্বাবুয়ের ইনিংসের ১৪তম ওভারে। রাজার সঙ্গে তখন ক্রিজে ছিলেন অভিষিক্ত ব্রায়ান বেনেট, বোলিংয়ে জশ লিটল। সেই ওভারে লিটল রাজাকে বারবার স্লেজিং করছিলেন। প্রথম ৪ বল পর্যন্ত রাজা চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম বলে সিঙ্গেল নেওয়ার পথে লিটল মাঝে এসে দাঁড়ালে রেগে যান রাজা। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়।

এ সময় সতীর্থ লিটলের হয়ে রাজার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে ছুটে আসেন ক্যাম্ফার। এতেই মেজাজ হারিয়ে ব্যাট হাতে ক্যাম্ফারের দিকে তেড়ে যান জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক। তাঁকে থামাতে ছুটে আসতে হয় দুই অনফিল্ড আম্পায়ার ফরস্টার মুটিজওয়া ও আইনো চাবিকে। পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিংও। দুই অধিনায়ক আলোচনার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে আবার খেলা শুরু হয়।

সালাহর ২০০তম গোলের দিনে শীর্ষে লিভারপুল

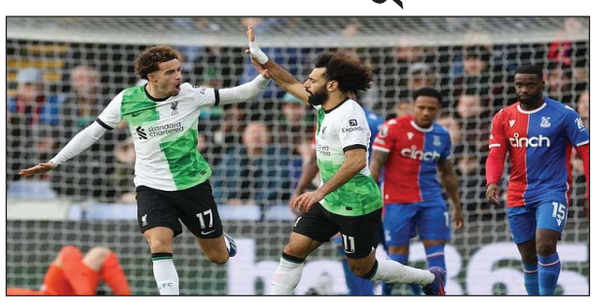

আপনজ ডেস্ক: ক্রিস্টাল প্যালেস ১ : ২ লিভারপুল

আবারও চেনা দৃশ্যের মঞ্চায়ন। প্রথমে গোল হজম, এরপর সমতা এনে শেষ পর্যন্ত জয়। শেষ দিকের গোলে জয় তোলাকে ‘অভ্যাস’ বানিয়ে ফেলা লিভারপুল এবার হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে। পেনাল্টিতে গোল হজম করে পিছিয়ে যাওয়ার পর সমতা এনেছেন মোহাম্মদ সালাহ, এরপর ৯১তম মিনিটে জয়ের গোল এনে দিয়েছেন হার্ভি এলিয়ট।

২-১ ব্যবধানের এই জয়ে আর্সেনালকে টপকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল। আজ রাতে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্সেনাল। ইয়ুর্গেন ক্লপ-জমানায় লিভারপুল কখনো প্যালেসের মাঠে না হারলেও আজ ম্যাচের ৭৫ মিনিট পর্যন্ত সেই শঙ্কা কিছুটা হলেও ছিল। ৫৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে প্যালেসকে এগিয়ে দেন ইয়াস-ফিলিপে মাতেতা। তবে লিভারপুলকে এবারের মৌসুমে গোল হজমের পর ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে অনেকবারই। প্রথম ১৫ ম্যাচেই দলটির ১৫ পয়েন্ট এসেছে পিছিয়ে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে। আজ সেলহার্স্ট পার্কেও সেটিরই পুনরাবৃত্তি করেছে ক্লপের দল। ম্যাচের নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে প্যালেসের জর্ডান আয়েউ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে এর সুবিধা তোলে লিভারপুল। ৭৬তম মিনিটে গোল করে অলরেডদের সমতা এনে দেন সালাহ।

এটি চলতি আসরে তাঁর ১৪তম এবং লিভারপুলের হয়ে ২০০তম গোল। লিভারপুল ইতিহাসে দুই শ গোল করা পঞ্চম খেলোয়াড় সালাহ। তাঁর আগে এই তালিকায় আছেন ইয়ান রাশ (৩৪৬), রজার হান্ট (২৮৫), গর্ডন হজসন (২৪১) এবং লিলি লিডেল (২২৮)। প্রিমিয়ার লিগে ১৫০তম এবং লিভারপুলের হয়ে ২০০তম গোল করেছেন মোহাম্মদ সালাহ প্রিমিয়ার লিগে ১৫০তম এবং লিভারপুলের হয়ে ২০০তম গোল করেছেন মোহাম্মদ সালাহএএফপি প্রিমিয়ার লিগে ব্যক্তিগত ২৪৭তম ম্যাচে ১৫০ গোলের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন সালাহ। এর মধ্যে ১৪৮টিই লিভারপুলের হয়ে, দুটি চেলসির জার্সিতে। সালাহ এখন যৌথভাবে মাইকেল ওয়েনের সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ দশ গোলদাতার একজন।

সালাহর রেকর্ডময় গোলের পর লিভারপুলকে পরের গোলটি এনে দেন এলিয়ট। বদলি নামা এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ৯১তম দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করা গোলটি এনে দেন।

এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ৯০তম মিনিট বা এরপরে গোল করে সবচেয়ে বেশি ৪৩ ম্যাচ জিতল লিভারপুল। ৩২ ম্যাচ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে বোর্নমাউথের ইতিহাস, ইউনাইটেডের ৩-০ গোলে হার

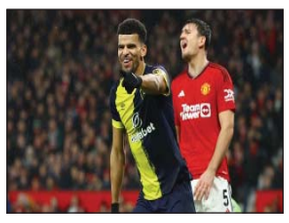

আপনজ ডেস্ক: নভেম্বর মাসটা কী দারুণই না কেটেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের! ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তিন ম্যাচ খেলে তিনটিতেই জিতেছিল ইউনাইটেড। ওই তিন ম্যাচে একটি গোলও খায়নি দলটি। ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ মাসের সেরা কোচ ও ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ার নির্বাচিত হন মাসের সেরা খেলোয়াড়। মাস ঘুরতেই ঘুরে গেল ইউনাইটেডের ভাগ্যও। ডিসেম্বর আসতেই পুরোনো চেহারায় ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দলটি। নিউক্যাসলের কাছে হেরে ডিসেম্বর শুরু করা দলটি আজ ঘরের মাঠে হেরে গেছে বোর্নমাউথের কাছে। ওল্ড ট্রাফোর্ডকে স্তব্ধ করে বোর্নমাউথ জিতেছে ৩-০ গোলে।। এ মাসে লিগে তিন ম্যাচে টেন হাগের দলের এটি দ্বিতীয় হার। আর তাতে চাপটা আরও বেড়ে গেলে ডাচ কোচের ওপর। নভেম্বরে কোন মানের দলের বিপক্ষে খেলেছে ইউনাইটেড, সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। গত মাসে ফুলহাম ও লুটনকে ১-০ গোলের হারানোর পর এভারটনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল ইউনাইটেড। সেই ইউনাইটেড ডিসেম্বর শুরু করে নিউক্যাসলের মাঠে ১-০ গোলে। এরপর অবশ্য ঘরের মাঠে চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল ইউনাইটেড। কিন্তু আজ বোর্নমাউথের কাছে ওল্ড ট্রাফোর্ড রীতিমতো সর্বস্বান্ত রেড ডেভিলরা। এর আগে ওল্ড ট্রাফোর্ডে কখনোই জয়ের দেখা না পাওয়া বোর্নমাউথ এগিয়ে যায় ৫ মিনিটেই।

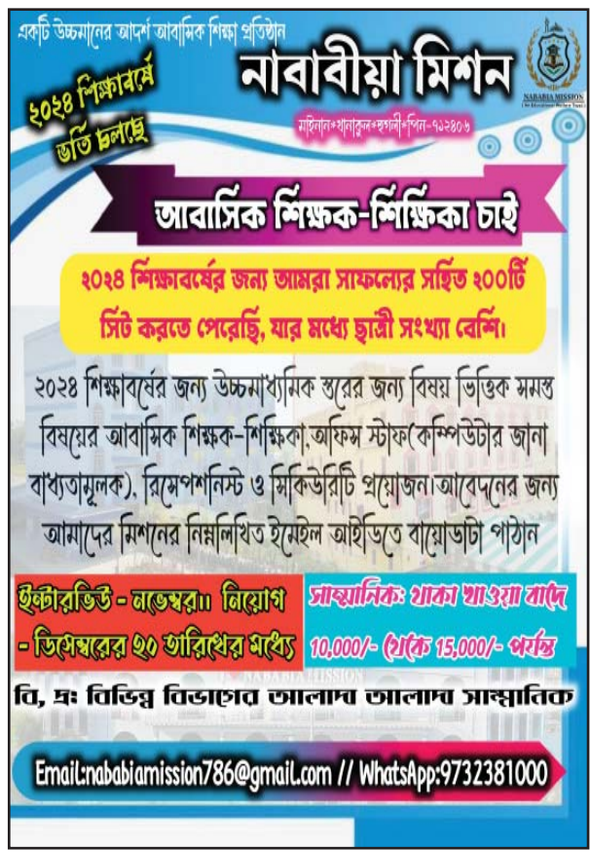

টেস্ট ইতিহাসে প্রথম ‘টাই’ ম্যাচের নায়ক জো সলোমনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ নিজেদের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে দুটি দুঃসংবাদ জানিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। প্রথম দুঃসংবাদটি এসেছে গতকাল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত তিনটার দিকে—গায়ানার সাবেক অধিনায়ক ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৭টি টেস্ট খেলা সাবেক অফ স্পিনার ক্লাইড বাটস ৬৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা বাটস গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে জানিয়েছে ‘আই নিউজ গায়ানা’। পরের দুঃসংবাদটি আরও বড়। বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৪টার দিকে জানানো হয়, ‘গায়ানা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ব্যাটসম্যান জো সলোমন ৯৩ বছর বয়সে মারা গেছেন।’

জো সলোমন? গুগল করলে তাঁর বিষয়ে এমনিতে কিছু তথ্য তো মিলবেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ২৭ টেস্ট খেলেছেন, ৩৪ গড়ে করেছেন ১৩২৬ রান। ১টি শতক ও ৯ ফিফটি। প্রথম শ্রেণির

ক্রিকেটে তাঁর শুরুটা হয়েছিল একটু দেরিতে, ২৬ বছর বয়সে। কিন্তু প্রথম শ্রেণিতে নিজের প্রথম ৩ ইনিংসেই শতক তুলে নিয়ে জাত চিনিয়েছিলেন নিজের। এরপর ভারতের বিপক্ষে ১৯৫৮ সালে টেস্ট অভিষেক হলো কানপুরে। সে ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেছিলেন ৮৬ রানের ইনিংস। আর দিল্লিতে চতুর্থ টেস্টে পেয়েছিলেন শতক। সে সিরিজে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল ১১৭। কিন্তু জো সলোমনকে এই তথ্য-উপাত্ত দিয়ে চেনার চেষ্টা করলে পুরোটা জানা যায় না। ষাটের দশকের শুরুতে ক্রিকেট দেখা কেউ তাঁর নাম শুনলে বলে উঠতে পারেন, আরে টাই টেস্টের ওই সলোমন না! ১৮৭৭ সালে টেস্ট ক্রিকেট শুরুর পর এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫১৭টি টেস্টের মধ্যে টাই টেস্ট আছে মাত্র ২টি। সর্বশেষটি ১৯৮৬ সালে চেন্নাইয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। প্রতিপক্ষ দেখেই বুঝতে পারছেন, জো সলোমনের সঙ্গে এই টেস্টের কোনো যোগসূত্র নেই। সেটা আছে প্রথম টাই হওয়া টেস্টের সঙ্গে, ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত সেই টেস্ট! সে ম্যাচে হারতে হারতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ টাই করার পেছনে শেষ মারটা ছিল সলোমনের। গ্যাবায় ৮ বলে ওভারের সেই ম্যাচে শেষ ওভারে জয়ের জন্য ৬ রান প্রয়োজন ছিল অস্ট্রেলিয়ার। হাতে ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক রিচি বেনো এবং ওয়ালি গ্রাউট দ্রুত আউট হওয়ার পর হাতে এক উইকেট ছিল অস্ট্রেলিয়ার। শেষ ২ বলে প্রয়োজন ১ রান। অস্ট্রেলিয়ার ১১তম ব্যাটসম্যান লিন্ডসে ক্লাইন স্কয়ার লেগে বল ঠেলে ১ রান চুরির চেষ্টা করেছিলেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**